দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:8 Issue:51 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111

২৫ রবিউস সানি ১৪৪৫ হিজরি ● ১০ নভেম্বর ২০২৩ ● ২৩ কার্তিক ১৪৩০ ● শুক্রবার | অষ্টম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 | অনুদান ৫ টাকা

নবিজির আদর্শকে আঁকড়ে পথ চলতে হবে: ভাইজান

হুগলি জেলার খানাকুলের অন্তর্গত ঘোষপুর রামপ্রসাদ বিশ্বনবি দিবস কমিটির উদ্যোগে একটি ইসলামি জলসার আয়োজন করা হয়েছিল সম্প্রতি। এই জলসায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। পবিত্র কোরান ও হাদিসের আলোকে তিনি ইসলাম ধর্মের ওপর আলোচনা করেন। ইসলামের বাস্তবতা এবং আধুনিকতার দোহাই দিয়ে মুসলিম সমাজের যুবদের ইসলাম বিমুখতা বিষয়ে দৃকপাত করেন তিনি।

▸▸ বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

এক নজরে

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘণ্টা!

● পর পর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সাক্ষী থাকছে বিশ্ববাসী। গোলা-বারুদ আর বিস্ফোরণের শব্দে কান পাতা দায়। বছর পেরিয়েও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের এখনও ইতি হয়নি। আর তারই মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে আরও এক যুদ্ধ, ইজরায়েল-হামাস লড়াই। তবে কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে? যুদ্ধের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতায় কি ছারখার হয়ে যাবে অর্ধেক পৃথিবী? উৎকণ্ঠা কমার লক্ষণ নেই। বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর শেষ কোথায় কেউ জানে না। দেশের সামরিক অস্ত্র মজুদের শীর্ষে রয়েছে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। দেশের সামরিক শক্তি পরিমাপের অন্যতম মানদণ্ড এখন সে দেশে অস্ত্রভাণ্ডারে থাকা পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা।

▸▸ বিস্তারিত ২-এর পাতায়

সোনায় মোড়া বার্গার

● বিশ্বের সবথেকে বড় বার্গার, সোনায় মোড়া! হতবাক করা এমন ঘটনা ঘটেছে ভারতেই। উত্তরপ্রদেশের আগ্রায় হোটেল গ্র্যান্ড মার্কিউরে তৈরি হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সোনার বার্গার। যার ওজন প্রায় ১০০ কিলোগ্রাম। হোটেলের কর্মীদের দাবি, এটিই বিশ্বের সবথেকে বড় 'গোল্ড প্লেটেড' বার্গার। আগ্রা শহরের এমন এক সৃষ্টি বিশ্ব রেকর্ড তৈরি করে ফেলেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মানুষকে মোটা শস্য ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছেন। এই বার্গারেও বেশিরভাগ মোটা শস্য ব্যবহার করা হয়েছে বলে দাবি। বার্গার ঠিক ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী খাদ্য নয়। তবে গত কয়েক বছরে তা জাঁকিয়ে বসেছে এদেশের বাজার। নতুন প্রজন্মের কাছে দারুন জনপ্রিয়।

▸▸ বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

কালীর দেখভালে চান্দু-নিজাম-মমতাজরা

● বাবা চান্দু মহম্মদের সঙ্গে ছেলে নিজাম ও বন্ধু মমতাজ মহম্মদ বছরের পর বছর ধরে এভাবেই মন্দিরে পরিষেবা দিয়ে আসছেন। মন্দির ধোয়া-মোছা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা থেকে পুজোর কাজকর্ম সবেতেই অংশ নেন তারা। সম্প্রীতির এমনই মেলবন্ধন লক্ষ্য করা গেল আড়াইশো বছরেরও বেশি পুরানো জলপাইগুড়ির এই গোশালা মোড় দেবীচৌধুরানি শ্মশানকালী মন্দিরে। ২৫০ বছরেরও বেশি পুরনো এই মন্দিরে মাকে পুজোয় শোল মাছ, বোয়াল মাছ দিয়ে আমিষ ভোগ দেওয়ার পাশাপাশি মদ বা সুরা লাগে। এখানে বলির প্রথাও রয়েছে। এই মা শ্মশানকালী মন্দিরে প্রবেশ করলে এখনও ভক্তদের গা ছমছম করে।

▸▸ বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

গায়েব তিন তিনটে তারা!

● পালোমার অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল রিসার্চের বিজ্ঞানীরা আকাশের ছবি তুলছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল গ্রহাণু এবং অন্যান্য মহাকাশীয় বস্তু সম্পর্কে তথ্য পাওয়া। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন কোণ থেকে ছবি তুলছিলেন, হঠাৎ কিছু একটা ঘটল, যা তাঁদের অবাক করে দিল। হঠাৎ করেই হারিয়ে গেল তিনটি তারা। এই ছিল এই নেই! এক ঘণ্টার মধ্যে আকাশ থেকে গায়েব তিন তিনটে তারা, কী রহস্য এর পিছনে? নক্ষত্রে ভরা আকাশে কখন কোন নক্ষত্রে গায়েব হয়ে যায়, তা সাধারণ মানুষ টের না পেলেও, সেই খবর থাকে মহাকাশ বিজ্ঞানীদের কাছে। এমনকী তার পিছনের কারণ জানার জন্যও রাতের ঘুম ওড়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের। এবার এমনই একটি রহস্যজনক ঘটনা ঘটল তারার সমাবেশ বা নক্ষত্রপুঞ্জে।

▸▸ বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

চার মাসেই সাড়া ফেলেছেন জয়ী প্রার্থীরা
পঞ্চায়েতে নজর কাড়ছে আইমা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাকুল্যে চার মাস হল রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু কাজের নিরিখে এর মধ্যেই ব্যাপক সাড়া ফেলে দিয়েছেন অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের বিজয়ী প্রার্থীরা। তাঁরা যে শুধুমাত্র ভোটে জেতার জন্যই নির্বাচনী লড়াইয়ে নামেননি সেটা প্রমাণ করে দিচ্ছেন বার বার। ভোটে জিতে সংখ্যালঘু এবং পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য কাজ করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আইমার প্রার্থীরা, অক্ষরে অক্ষরে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করছেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে বা রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য রাজনীতির ময়দানে নামেনি অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। বরং মানুষের জন্য, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষদের জন্য আইমা কাজ করবে বলে ভোটের আগে একাধিকবার দাবি করেছিলেন সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তাঁর সেই দাবি যে নিছক ফাঁকা বুলি ছিল না, সে কথা কাজের মধ্যে দিয়েই প্রমাণ করে চলেছেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে আইমার বিজয়ী প্রার্থীরা।

রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বঞ্চিত-নিপীড়িত এবং অসহায় জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যেই ভোটের ময়দানে নামতে হয়েছিল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনকে। সেই সময় মানুষকে দেওয়া আইমার প্রতিশ্রুতি যে বাস্তবে রূপ পাচ্ছে তাতে অত্যন্ত খুশি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা-সহ বাংলার মানুষ। জেতা পঞ্চায়েতগুলোতে ইতিমধ্যেই অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করে নজর কাড়তে শুরু করেছে আইমা। প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় ২০টি করে আমগাছ লাগানো হয়েছে আইমার তরফ থেকে। আগামী পাঁচ বছরে ১০০টি করে গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এইসব গাছগুলোর বেশিরভাগই লাগানো হচ্ছে কবরস্থান, শ্মশান বা দেবোত্তর সম্পত্তিতে। এই দীর্ঘমেয়াদী এবং লাভজনক চিন্তাধারার জনক খোদ অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। এই ফলের গাছ থেকে লাভবান হবে সাধারণ মানুষ এবং সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত উভয়ই।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

> 'মনের মধ্যে একটা দোলাচল ছিলই। তবু এই প্রথম ভোট দিয়েছিলাম আইমার প্রার্থীকে। কিন্তু সরকারপক্ষের বাধায় আইমা খুব বেশি কাজ করতে পারবে, এমন ভরসাও ছিল না। তবু এই চারমাসে আইমা যে কাজ করেছে তার কোনও তুলনা হয় না। আমার ভোট বিফলে যায়নি। এখন মনে হয় আইমাকে ভোট দিয়ে পঞ্চায়েত গঠনের যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তা মিথ্যা ছিল না। ভাইজান যেমন ১২-১৩ বছর ধরে আমাদের পাশে আছেন, আগামী দিনেও থাকবেন— মনের মধ্যে এই আশা আরও পোক্ত হয়েছে।'
>
> —শেখ কুতুব, জনৈক ভোটার

ওড়িশার ভুবনেশ্বরে ইসলামিক জলসায় পীরজাদা ইসহাক সিদ্দিকীর সঙ্গে আইমার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান।

সরকারকে একগুচ্ছ বিকল্প প্রস্তাব সেলিমের
আইন ভাঙবেন না
টোটোচালকদের পাশে আইমা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কিছুদিন আগেই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে টোটো চালকরা আর যত্রতত্র টোটো নিয়ে যাতায়াত করতে পারবেন না। বিশেষ করে জাতীয় সড়কে টোটো নিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে রাজ্যের পরিবহণ দফতরের পক্ষ থেকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এবার অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের লোগো লাগানো টোটো চালকদের জন্য বিশেষ বার্তা দিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার নব নির্বাচিত মুখপাত্র শেখ আবদুল সেলিম। তিনি বলেন, "আইমার লোগো লাগানো সমস্ত টোটোচালক ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি, জাতীয় সড়কে টোটো চালানোর ক্ষেত্রে সরকার যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তাকে আপনারা মান্যতা দিন। এই ব্যাপারে কোর্টের যে অর্ডার আছে সেটাকেও আমাদের মেনে চলতে হবে। কেননা আইনের মধ্যে থেকে আইন-বিরোধী কাজ করা আমাদের শোভা পায় না। তাছাড়া আইমার বদনাম করার জন্য সরকার পক্ষের লোকেরা সবসময় মুখিয়ে আছে। সেই সুযোগ তাদের দেবেন না।"

এরই পাশাপাশি সেলিম সাহেব রাজ্য সরকারের কাছে টোটো চালকদের বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করার আবেদন জানান। সরকারকে বিঁধেও তাঁর মন্তব্য, রাজ্যজুড়ে কয়েক লক্ষ টোটো চালক আছেন। এঁরা সবাই তাগিদেই টোটো নিয়ে তাঁরা রাস্তায় নেমেছেন। সরকার যেন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের কথা চিন্তা করে, সে বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

⇨ এর পর তিনের পাতায়

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ রুহুল আমীন সাহেবের সুপরামর্শ ও দু'আয়
পূর্ব মেদিনীপুরের সাধারণ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ও ছাত্রীদের এবং অন্যান্য চাকুরি প্রার্থীদের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে নামমাত্র ব্যায়ে প্রস্তুতি পরিষেবা দিতে আপনার কাছে উপস্থিত

Eduright এর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞগণ।
Eduright RIGHT TO EDUCATION FOR EVERYONE
ADMISSION GOING ON
উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন ?
স্নাতক কিংবা সমতুল (B-Tech, BE, BBA, BCA, etc.)
পড়াশোনার সাথে সাথে কিংবা যারা পাশ করে গিয়েছেন তারা
WBCS / BANK / SSC / PSC / RAIL....-সমস্ত
চাকরির পরীক্ষায় বসতে চান ?
তাদের জন্যই Edurigth পশ্চিমবঙ্গে
সর্বপ্রথম নিয়ে এলো Online ও Offline mode-এ
বাংলা ও ইংরেজি উভয় মাধ্যমে
WBCS-সহ সকল চাকরির পরীক্ষার (BANK /SSC / PSC / RAIL....) প্রশিক্ষণ।
উন্নতমানের Study Materials,সর্বোচ্চ লেভেলের Faculties
এবং সাফল্য নির্ভর Curriclum।
NEET (UG) | JEE
BOARD & COUNCIL (Madhyamik & H.S.)
WBCS
Other Competitive Examinations
স্টাডি মেটেরিয়াল ক্লাস টেস্ট সহ প্রতি রবিবার ধারাবাহিক ক্লাস।
বিস্তারিত জানতে ফোন করুন
86172 01223
98364 10863
Eduright RIGHT TO EDUCATION FOR EVERYONE
Organised by :
A M Education Foundation
www.eduright.online
Classroom & Online Programme
অফিস : ৩ সত্যেন বসু রোড হাওড়া - ৭১১১০৯

বঙ্গ বিজেপির কোন্দল চরমে
লোকসভা ভোটের আগে 'দ্বিখণ্ডিত' পদ্মশিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: লোকসভা ভোটের আগেই বীরভূমে বিজেপির দলীয় কোন্দল প্রকাশ্যে এল। রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা। অনুপমের অভিযোগ, রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী তাঁর স্নেহধন্যদের জেলার দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন। যাঁদের দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁরা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। রামপুরহাটে বিজয়া সম্মিলনীর পাশাপাশি খয়রাশোলে একটি সভা করার কথা ছিল অনুপমের। কিন্তু খয়রাশোলের সভার অস্থায়ী মঞ্চ বুধবার ভাঙচুর করে এক দল দুষ্কৃতী। অনুপমের অভিযোগ, বীরভূমের বিজেপি জেলা সভাপতির 'লেঠেল বাহিনী' এই ভাঙচুর চালিয়েছে। এই সব ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে বীরভূম বিজেপির অন্দরে।

খয়রাশোলের সভায় ভাঙচুরের ঘটনা নিয়ে তাঁর উপরও আক্রমণ হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অনুপম হাজরা। তাঁর সভামঞ্চ ভাঙচুরের জন্য নির্দিষ্ট করে অমিতাভ চক্রবর্তী, ধ্রুব সাহা এবং অনুপ সাহার নাম বার বার উঠে এসেছে তাঁর মুখে। এর পাশাপাশি রামপুরহাটে বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানেও যোগ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এক কিলোমিটার দূরত্বে একই দিনে দুটি বিজয়া সম্মিলনী হল বিজেপি-র। যা নিয়েও সুর চড়িয়েছেন অনুপম। তাঁর দাবি, তাঁর বিজয়া সম্মিলনীতে ভিড় বেশি। এবং বঞ্চিত বিজেপি কর্মীরা এসেছেন তাঁর অনুষ্ঠানে।

বুধবারে বীরভূমের এই সব ঘটনাক্রম নিয়ে ফেসবুকে একাধিক ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন অনুপম হাজরা। এ ছাড়াও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, যাঁর বিরুদ্ধে ভূরি ভূরি দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, যাঁর সঙ্গে তৃণমূলের ফান্ড সরবরাহকারীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে, সেই ধ্রুব সাহার লেঠেল বাহিনী আমি পৌঁছবার আগেই আমার সভামঞ্চ ভাঙচুর করেছে। ধ্রুব সাহারা আসলে চায় না এদের সিন্ডিকেটের পর্দা ফাঁস হয়ে যাক। আমি রামপুরহাটে গিয়েছিলাম। সেখানেও দেখলাম অনেক কর্মীকে এরা বসিয়ে রেখেছে। একই সঙ্গে ২টো বিজয়া সম্মিলনী হল। একটি রামপুরহাট শহরে, একটি ধ্রুব সাহার অফিসে। যাঁরা বঞ্চিত, অবহেলিত আমার সভায় তাঁদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজি আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন। জেলায় জেলায় গিয়ে পদে নেই, বসে গিয়েছে, এমন কর্মীদের চাঙ্গা করতে। সেই কাজ আমি করে যাচ্ছি।

অনুপমের তোলা অভিযোগ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ধ্রুব সাহা, অনুপ সাহা।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

"অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র হবেন না"
তমলুক তৃণমূলেও বেআব্রু গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফের বেআব্রু হয়ে যাচ্ছে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব? প্রশ্ন উঠছে, যুব তৃণমূলের সহ-সভাপতি পার্থ সারথি মাইতির এক ফেসবুক পোস্ট ঘিরে। সরাসরি দলের তমলুক সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সৌমেন মহাপাত্রর উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন যুব তৃণমূল নেতা।

রাজ্য রাজনীতির অন্যতম হাইভোল্টেজ জেলা পূর্ব মেদিনীপুর। প্রতি মুহূর্তে ঘটনার ঘনঘটা। আর এসবের মধ্যে নয়া বিতর্ক তমলুকে তৃণমূলের অন্দরে। লোকসভা ভোটের মুখে জেলায় জেলায় বিজয়া সম্মিলনীর মাধ্যমে জনসংযোগে আরও জোর দিয়েছে তৃণমূল। কিন্তু সেখানেও বেআব্রু হয়ে যাচ্ছে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। তমলুক সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সৌমেন মহাপাত্রর উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন যুব তৃণমূল নেতা। ফেসবুকে লম্বা-চওড়া পোস্ট করে জেলা সভাপতিকে অনুরোধ করেছেন 'অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র' না হওয়ার জন্য।

তৃণমূলের তমলুক জেলা সভাপতির ছবি পোস্ট করে লম্বা-চওড়া ওই লেখার একেবারে শেষের দিকে যুব তৃণমূল নেতা লিখেছেন, "সবাইকে নিয়ে চলুন। আপনার কাছে করজোড়ে অনুরোধ, আপনি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র হবেন না। আমরা আমাদের শহরকে ভালবাসি। তমলুককে বাঁচান।" কিন্তু কেন হঠাৎ জেলা সভাপতির উদ্দেশে সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন খুল্লামখুল্লা পোস্ট করলেন ওই যুব নেতা? পার্থসারথিবাবুর বক্তব্য, কোনও এক অজ্ঞাত কারণে দলের সব কাউন্সিলরকে কর্মসূচিগুলিতে দেখা যাচ্ছে না। বলছেন, "আমাদের ১৮ জন কাউন্সিলর থাকলেও, প্রতিটি কর্মসূচিতে ৮-৯ জন কাউন্সিলর থাকছেন। বাকি ৮-৯ জন কাউন্সিলর যে কোনও কারণেই থাকছেন না।"

ওই যুব তৃণমূল নেতার বক্তব্য, কর্মসূচির জন্য তিন দিন আগে থেকেই তৎপরতা শুরু হয়ে গেলেও, অনেক নেতার কাছে খবর থাকছে না, তাদের ডাকা হচ্ছে না।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

ইজরায়েল গাজাকে দিতে চায় অন্য সুযোগ

যুদ্ধবিরতিতে নারাজ

জেরুজালেম: হামাসের হামলার পর পাল্টা ইজরায়েলি বোমাবর্ষণের বিরাম নেই। বিশ্বের বিভিন্ন মহল থেকে ইজরায়েলকে সতর্ক করা হলেও বেঞ্জামিন নেতেনিয়াহুর দাবি, গাজাকে তছনছ না করে থামবে না ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স। গতকালই বলা হয়, গাজাকে দু'ভাগে বিচ্ছিন্ন করার যে রণকৌশল নেওয়া হয়েছে তাতেই কিছু হামলা করা হচ্ছে। এবার নেতেনিয়াহু বলছেন অন্য কথা।

ইজরায়েলি এলাকায় হানা নিয়ে আড়াইশো মানুষকে তুলে নিয়ে গিয়েছে হামাস। চারজন ছাড়া এখনও পর্যন্ত সবাইকেই আটকে রেখেছে হামাস যোদ্ধারা। কোনও কোনও মহল থেকে বলা হচ্ছে গাজায় টানেলের মধ্যে পণবন্দিদের আটকে রেখেছে হামাস। ফলে সেই টানেলে অপারেশন চালানোর সাহস করছে না ইজরায়েলি সেনা। এরকম এক পরিস্থিতিতে নতুন কথা শোনা যাচ্ছে নেতেনিয়াহুর মুখে। ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী এখন বলছেন ইজরায়েল যুদ্ধবিরতিতে রাজি নয়। তবে সল্পবিরতি দিতে রাজি। নেতেনিয়াহুর এবিসি নিউজকে বলেন, সাধারণ যুদ্ধবিরতি সম্ভব নয়। রণকৌশল হিসেবে এক ঘণ্টার বা কয়েক ঘণ্টার বিরতি হতে পারে। আমাদের লোকজনদের ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা হতে পারে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর,

উপকুলবর্তী এলাকাগুলি থেকে গাজাকে ঘিরে ফেলেছে ইজরায়েলি সেনা। এখন পরিস্থিতি যা তাতে উত্তর গাজা বা দক্ষিণ গাজা ছাড়া তাদের পালানোর উপায় নেই। মাটির উপরের পাশাপাশি মাটির নীচেও অপারেশন চালানোর চেষ্টা করছে ইজরায়েলি সেনা। ইজরায়েলের চিফ অব জেনারেল স্টাফস হারজি হালেভি বলেন, সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের রণকৌশল তৈরি রয়েছে। শুধুমাত্রা গাজা স্ট্রিপ নয় আমরা যে কোনও সময় উত্তরেও হামালা চালাতে পারি।

দেখতে দেখতেই যুদ্ধের মাসপূর্তি! ৭ অক্টোবর ইজরায়েলকে টার্গেট করে আচমকা হামলায় যুদ্ধের শুরুটা করেছিল হামাস। 'শেষ করব আমরা'—ওই দিনই স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিতে শোনা গিয়েছিল ইজরায়েলি প্রাইম মিনিস্টার বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে। কিন্তু সেই শেষটা কোথায়? এক মাসের যুদ্ধে ইতিমধ্যেই ১০ হাজারের মৃত্যুমিছিল দেখেছে গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক। যার অর্ধেকেরও বেশি শিশু!

পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি ১০ মিনিটে একটি করে শিশু মারা যাচ্ছে 'রক্তের উপত্যকা' গাজায়। যুদ্ধের ঝাঁজ তবু বেড়েই চলেছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ত্রাণ আর প্রাণের জন্য হাহাকারও। ইজরায়েল যে হাসপাতাল, স্কুল, ধর্মস্থান, রিফিউজি ক্যাম্প- কোনও কিছুকেই রেয়াত করছে না! তেল আভিভের তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হলো, নেতানিয়াহু নিজেই অভিধান থেকে 'যুদ্ধবিরতি' শধটি বাদ দিতে বলেছেন! যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে রাষ্ট্রপুঞ্জেও একাধিক বৈঠক হয়েছে। কিন্তু, ঐকমত্যে পৌঁছনো যায়নি। গাজাকে নিশ্চিহ্ন করার হুমকি দিয়ে যুদ্ধ শুরু করা ইজরায়েল নিজেদের অবস্থানেই অনড়। তারা বলে চলেছে, হামাস তাদের ডেরা থেকে আড়াইশো পণবন্দিকে না-ছাড়লে যুদ্ধ থামানোর কোনও প্রশ্নই উঠছে না।

শুধুই কি হামাসকে নিশানা? মানতে নারাজ প্যালেস্তাইন। তাদের অভিযোগ, রবিবার খান ইউনিসের তিনটি আবাসনের পাশাপাশি গাজার একটি মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং একটি ক্যান্সার হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্টও গুঁড়িয়ে গিয়েছে ইজরায়েলি এয়ার স্ট্রাইকে! এ দিন আল-শিফা হাসপাতালের সোলার প্যানেল টার্গেট করেও ইজরায়েলি বায়ুসেনা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ।

লাগাতার হামলা শুধু নয়, বিতর্কিত গাজা স্ট্রিপকে কি তা হলে দু'টো ভাগে ভেঙে ফেলতে চাইছে ইজরায়েল? জল্পনা উস্কে দিলেন খোদ ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সের (আইডিএফ) মুখপাত্র ড্যানিয়েল হাগারি। গাজার একাংশ ইতিমধ্যেই তাঁরা দখল করে ফেলেছেন বলে দাবি করার পাশাপাশি তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'ইজরায়েলের সেনা গাজা সিটিকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। এবার গাজাকে দু'খণ্ডে ভেঙে ফেলার পরিকল্পনা রয়েছে সেনার- উত্তর গাজা ও দক্ষিণ গাজা।'

মাসকাবারি ক্ষতির খতিয়ান

গাজায় নিহত	১০ হাজার পার
শিশুমৃত্যু	৪ হাজার ১০৪
আহত	অন্তত ২৬ হাজার
ইজরায়েলে মৃত্যু	১৪০০
হামাসের ডেরায়	পণবন্দি ২৪২
নিহত প্রায় ২০০ মেডিক্যাল স্টাফ	
আউট অফ সার্ভিস	১৬ হাসপাতাল
হামলার শিকার	৩২ অ্যাম্বুল্যান্স
গাজায় গৃহহীন	১৫ লাখ

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘণ্টা বাজছে!

হিরোশিমার ২৪ গুণ শক্তিশালী বোমা তৈরি আমেরিকার

পেন্টাগন: পর পর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সাক্ষী থাকছে বিশ্ববাসী। গোলা-বারুদ আর বিস্ফোরণের শধে কান পাতা দায়। বছর পেরিয়েও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের এখনও ইতি হয়নি। আর তারই মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে আরও এক যুদ্ধ, ইজরায়েল-হামাস লড়াই। তবে কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে? যুদ্ধের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতায় কি ছারখার হয়ে যাবে অর্ধেক পৃথিবী? উৎকণ্ঠা কমার লক্ষণ নেই। বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর শেষ কোথায় কেউ জানে না। দেশের সামরিক অস্ত্র মজুদের শীর্ষে রয়েছে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। দেশের সামরিক শক্তি পরিমাপের অন্যতম মানদণ্ড এখন সে দেশে অস্ত্রভাণ্ডারে থাকা পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা। বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশের মত, আমেরিকা-রাশিয়া একে অপরের দিকে গুলি শুরু করলে তা হবে বিশ্বযুদ্ধ। সামরিক সরঞ্জামের নিরিখে একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা চিরকালীন দুই রাষ্ট্রের মধ্যে। আর সেই চেষ্টা এখনও অব্যাহত রয়েছে। একে অপরকে ছাপিয়ে গিয়ে শক্তিশালী থেকে অতিশক্তিশালী পারমাণবিক বোমা তৈরি করার দিকে ঝুঁকেছে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশই।

সম্প্রতি আমেরিকা এমন এক পারমাণবিক বোমা তৈরি করছে, যা ১৯৪৫ সালে হিরোশিমায় ফেলা বোমার চেয়ে ২৪ গুণ বেশি শক্তিশালী হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এটি মস্কোর উপর নিক্ষেপ করা হলে তিন লাখেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হতে পারে। আহত হবেন প্রায় ৮.৬৮ লাখ মানুষ। এই পারমাণবিক বোমাটি ১৯৬০-এর দশকে ঠান্ডা যুদ্ধের সময় তৈরি করা এক ধরনের বি৬ ১ গ্র্যাভিটি বোমা। পেন্টাগন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি জানিয়েছেন, বাইডেন অস্ত্র-কোষাগারে সংরক্ষিত থাকবে এই শক্তিশালী অস্ত্র। আমেরিকাকে তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করতে এবং তার মিত্রদের আস্থা বজায় রাখতে সহায়তা করবে বলে দাবি করা হয়েছে।

তবে এখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা যায়নি বোমাটি কতটা শক্তিশালী। তবে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এটি পুরনো বি৬ ১-৭-এর স্তরে বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হবে। বি৬১-৭ পারমাণবিক বোমার ফলন ছিল ৩৬০ কিলোটন টিএনটি-র সমান। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোশিমায় ১৫ কিলোটন বোমার ধারণ ক্ষমতার থেকে প্রায় ২৪ গুণ বেশি। এই বোমা যদি কোথাও নিক্ষেপিত হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে সেই এলাকা। বোমা বিস্ফোরণের স্থান থেকে আধা মাইল ব্যাসার্ধে থাকা সবকিছু নিমেষে ধুলোয় মিশে যাবে। আস্ত থাকবে না একটাও বাড়ি-ঘর। বিস্ফোরণ স্থলের প্রায় দেড় কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে উপস্থিত সবার মৃত্যু নিশ্চিত।

এই পারমাণবিক বোমা এতটাই শক্তিশালী যে কোথায় এটি নিক্ষেপিত হলে সেই এলাকা ৩.২ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা সব ব্যক্তির উপর বিকিরণের প্রভাব পড়বে। বিকিরণের প্রভাব এতটাই বেশি হবে যে পরবর্তী এক মাসের মধ্যে ব্যক্তির মৃত্যু অবধারিত। বাকি ১৫ শতাংশ মানুষের ক্যানসারে মৃত্যুর সম্ভাবনা।

হার্ট অ্যাটাক-মৃত্যুর 'দুয়ো' জয় ফের ভোটের ময়দানে পুতিন

মস্কো: সম্প্রতি সামনে এসেছে পুতিনকে বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যৎবাণী। আর সেই ভবিষ্যৎবাণী সামনে আসতেই হইহই রব বিশ্বজুড়ে। বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী, আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৪-এই নিজের দেশে খুন হবেন পুতিন। অর্থাৎ তাঁর আয়ু মেরে কেটে এক বছর। যদিও এই ভবিষ্যৎবাণীতে মোটেও আমল দিতে রাজি নয় মস্কো। সামনের বছরেই প্রেসিডেন্টের পদের দৌড়ে লড়বেন পুতিন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের লড়াইয়ে অংশ নেবেন ভ্লাদিমির পুতিন। রয়টার্স সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর, ২০৩০-এর মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে থাকবেন পুতিন। ৭ অক্টোবর ছিল পুতিনের জন্মদিন। ওই দিন ৭১-এ পা দিয়েছেন তিনি। নিজের জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী পুতিন। যদি তিনি জিতে যান তবে ২০৩০ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার সিংহাসনে তিনিই রাজ করবেন। জিতলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সূচনার পর থেকে রাশিয়ায় সবথেকে দীর্ঘ সময় নেতা হবেন তিনিই।

যদিও এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু ঘোষণা করা হয়নি। পুতিনের বিশ্বাস তাঁর পক্ষে ৮০ শতাংশ মানুষের সমর্থন রয়েছে। নিরঙ্কুশ ভোটে জয় পেতে পারেন পুতিন। কয়েক সপ্তাহ পরেই এনিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হবে। অপর দিকে আরেকটি সূত্র জানিয়েছে, নির্বাচনে ফের একবার নিজের খেল দেখাতে জোরকদমে প্রস্তুতি নিচ্ছেন পুতিন, সাজাচ্ছেন রণকৌশল।

এখনও পর্যন্ত ক্রেমলিনের তরফে কোনও আনুষ্ঠিক ঘোষণা না মিললেও মুখপাত্র মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ সেপ্টেম্বরে জানিয়েছিলেন, তিনি যদি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তবে কেউ তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। উল্লেখ্য কয়েক দিন আগেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রুশ প্রেসিডেন্টের মৃত্যু হয়েছে বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। একটি টেলিগ্রাম চ্যানেল দাবি করে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের কারণে নিজের ঘরের মেঝেতে পড়ে যান পুতিন। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি। পরিষ্কার জানানো হয় সুস্থই রয়েছে পুতিন। কোনওরকম গুজবে আমল দিতে নিষেধ করা হয়।

সন্তানদের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে পারছেন না ইমরান!

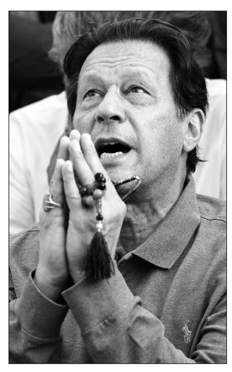

ইসলামাবাদ: সাইফার মামলায় অভিযুক্ত পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বর্তমান আদিয়ালা কারাগারে বন্দি। সেখানে তাঁকে ছেলেদের সঙ্গে কথা বলানোর জন্য মোবাইল ফোনের ব্যবস্থা করতে বলেছিল আদালত। কিন্তু, তারপরেও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর ছেলের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। আদালতে এমনই অভিযোগ তুলেছেন ইমরান খানের আইনজীবী শেরাজ আহমেদ রঞ্জা। তিনি বলেন, আদিয়ালা কারাগারের সুপার আদালতের নির্দেশ মানছেন না।

আদিয়ালা কারাগারের সুপারের বিরুদ্ধে বিশেষ আদালতে পিটিশনে দায়ের করেছেন ইমরানের আইনজীবী শেরাজ আহমেদ রঞ্জা। তিনি জানান, গত সপ্তাহেই আদালত জেল সুপারকে অবিলম্বে ইমরানকে তাঁর সন্তানদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ তৈরি করে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু, তিনি জেনে-শুনে ও ইচ্ছাকৃতভাবে আদালতের নির্দেশ অমান্য করছেন। তাই কারাগারের সুপারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করারও দাবি তুলেছেন ইমরানের আইনজীবী। এই পিটিশনের প্রেক্ষিতে আদালত আদালিয়া কারাগারের সুপারকে নোটিশ দিয়ে দ্রুত জবাব তলব করেছেন। প্রসঙ্গত, ইমরান খানের ছেলে সুলাইমান খান ও কাসিম খান তাঁর সাবেক স্ত্রী জেমিমার সঙ্গে ব্রিটেনে বসবাস করেন। ২০০৪ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়। তবে সন্তানের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ইমরানের। গত সপ্তাহে বিশেষ আদালতের বিচারক আবুয়াল হাসনাত জুলকারনাইন পিটিআই নেতা ইমরান খানকে তাঁর ছেলেদের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলার অনুমতি দেন। নির্দেশে বলা হয়, প্রতি শনিবার ইমরান তাঁর সন্তানদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। এর জন্য আদিয়ালা জেলের সুপারকে মোবাইল ফোনের ব্যবস্থা করার নির্দেশও দেন বিচারপতি।

বিবিধ

মৌলানা আজাদ অ্যাকাডেমিতে জিডি মেধাবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠান

সাজ্জাদ হাসান

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মৌলানা আজাদ অ্যাকাডেমি। হাওড়া জেলার বাগানের হাল্যান গ্রামে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আলহাজ আবদুল মুজিদ সাহেব। ২৩ বছর ধরে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতির সেবায় আপন গতিতে চলছে। ৫ নভেম্বর রবিবার প্রতিষ্ঠানের নিজ কক্ষে পবিত্র কোরান পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল জিডি মেধাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পতাকা শিল্প গোষ্ঠীর অন্যতম আধিকারিক আলহাজ শহিদুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, শিক্ষা হল জাতির মেরুদণ্ড। সেই শিক্ষা অর্জন করার জন্য আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করে চলেছি। এবং এই শিক্ষা অর্জনের জন্য কেউ যাতে অর্থের অভাবে পিছিয়ে না যায়, জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকে ছাত্র-ছাত্রীর জন্য মেধাবৃত্তি দিয়ে থাকেন সমাজসেবী শিক্ষাদরদী শিল্পপতি আলহাজ মুস্তাক হোসেন সাহেব। তার উপার্জনের একটা অংশ শিক্ষা খ াতে ব্যয় করে থাকেন। তারই একটা অংশ হল মেধাবী ও দুস্থদের উচ্চ শিক্ষার জন্য মেধাবৃত্তি। বছরে কয়েক কোটি টাকা এই খাতে ব্যয় করে থাকেন। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সমাজ সেবা করা শিখতে হবে আর অর্থ উপার্জন করে দুস্থ মেধাবী ছাত্রদের পাশে থাকতে হবে। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিডি অ্যাকাডেমির অন্যতম আবদার রহমান, সম্পাদক মহম্মদ ফারুক, শিক্ষাবিদ আলহাজ বাউজুল হোসেন, সহ-সম্পাদক সইদুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, আবদুল মালেক-সহ ম্যানেজমেন্টের অন্যান্য সদস্য ও শিক্ষকবৃন্দ। উল্লেখ্য, ওইদিন প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর হাতে জিডি মেধাবৃত্তির টাকা তুলে দেওয়া হয়। প্রায় চার লক্ষ টাকার মতো বৃত্তি প্রদান করা হয়। একসঙ্গে ছয় মাসের টাকা দেওয়া হয়। কয়েক জনকে তিন মাসের মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রতিষ্ঠানের সহ-সম্পাদক শেখ ইমদাদুল করিম।

বিশ্বভারতী 'বিদ্যুৎ-মুক্ত' বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস অধ্যাপকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: মেয়াদ শেষ হল বিশ্বভারতীর উপাচার্য হিসাবে বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর। উপাচার্য হিসাবে শেষ দিন ছিল বুধবার। বিশ্বভারতীয় উপাচার্য হিসাবে বারবার বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি। একাধিক বিষয়ে আশ্রমিক, রাজ্য সরকারের সঙ্গে মতানৈক্য তৈরি হয়েছিল তাঁর। এমনকী তাঁর আমলে বিশ্বভারতীয় বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়ে অসন্তোষও দেখা গিয়েছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। সব মিলিয়ে বুধবার শেষ হল উপাচার্য হিসাবে বিদ্যুতের বর্ণময় অধ্যায়।

বিদ্যুতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসাবে উঠে এসেছে সঞ্জয় কুমার মল্লিকের নাম। আগামীকাল, বৃহস্পতিবার থেকে বিশ্বভারতীর দায়িত্বভার তিনি সামলাবেন বলে জানা গিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে। উপাচার্য বিদ্যুতের বিদায়বেলায় রীতিমতো মিষ্টি বিতরণ করা হল বিশ্বভারতীতে। অধ্যাপকদের একাংশই এই মিষ্টি বিতরণ করেছেন। বিদ্যুতের বিদায় নিয়ে বেশ উল্লসিত দেখিয়েছে তাঁদের। অধ্যাপকদের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয় কুমার মল্লিককে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি লেখা হয়েছে, "শুধুমাত্র কাগজের পরিবর্তে ছাত্র ছাত্রীদের কথা ভাবার অনুরোধ রইল।"

বিদ্যুতের বিদায় প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর এক অধ্যাপক বলেছেন, "আমাদের উপর গত পাঁচ বছর ধরে যে জগদ্দল পাথর চেপে ছিল তা আজ সরে গেল। বিশ্বভারতী আজ বিদ্যুৎ-মুক্ত। সেই সঙ্গে আমাদেরই এক জন সহকর্মী, প্রকৃত অর্থেই অধ্যাপক, সঞ্জয় কুমার মল্লিকের উপাচার্য হওয়ার কথা। এটা আনন্দের কথা। এই আনন্দেই আমরা মিষ্টিমুখ করছি।" বিদ্যুতের বিদায় নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন বিজেপি নেতা অনুপম হাজরাও। তিনি লিখেছেন, "কথা দিয়েছিলাম পরিবর্তন হবে, কথা রাখলাম। বিশ্বভারতীর নতুন উপাচার্যকে স্বাগত জানাই।"

বোলপুরে বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর মেয়াদ শেষের খবর ছড়াতেই মিষ্টিমুখ শুরু হয়েছিল বিশ্বভারতীর অন্দরে। বিদ্যুৎ বিশ্বভারতী চত্বর ছাড়তেই মৃতদেহের প্রতিকৃতি সাজিয়ে বাঁশের মাঁচাতে করে কৃষ্ণ নাম সহকারে শোভাযাত্রা বের করা হল। বিশ্বভারতী চত্বরেই এই শোভাযাত্রা ঘুরছে।

গাজায় ইজরায়েলের বোমা হামলা বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডোর ডেনভারে।

পঞ্চায়েতে নজর কাড়ছে আইমা

প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং অর্থনীতিবিদদের মতে, এমন অভিনব ভাবনা অনেকাংশে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখবে। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে আইমা সুপ্রিমো জানান, "আমরা তৃণমূল বা বিজেপির মতো গরমাগরম বক্তব্য রেখে বা ধর্মের রাজনীতি করে মানুষকে উত্তেজিত করি না। তাছাড়া ভোটারদের অ্যাকাউন্টে পাঁচশো টাকা খয়রাতি দিয়ে সমাজের প্রকৃত উন্নতি হয় না। সমাজের পরিবর্তন করতে হলে ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে তার দোষক্রুটি খ ুঁজে বার করতে হবে। তারপর সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে।"

পঞ্চায়েত এলাকায় নানারকমের ফলের গাছ লাগানোর যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন, আগামী ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে তা গোটা গ্রামীণ অর্থনীতিকে বদলে দেবে বলেই মনে করেন সমাজতত্ত্ববিদরা। তাছাড়া গাছগুলো এমন জায়গায় লাগানো হচ্ছে যাতে সবসময় সাধারণ মানুষের অধিকার থাকে। আগামীদিনে আইমার এই ভাবনা অন্যরাও গ্রহণ করতে বাধ্য হবে বলেই মত তাঁদের। তবে এখানেই শেষ নয়, যেসব পঞ্চায়েতে আইমার প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন, সেখানে গ্রামের মানুষদের শাকসবজি রোপণের জন্য বীজ দেওয়া হয়েছে আইমার তরফ থেকে। দুর্মূল্যের বাজারে শীতকালে শাক সবজির দাম এমনিতেই বেড়ে যায়। তাই নিজেদের বাড়িতেই যাতে ছোট ছোট পরিসরে সবজির গাছ লাগাতে পারেন মানুষ সেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকাতেই সার্বিকভাবে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বীজ। আইমার এমন অভিনব উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষও। পার্শ্ববর্তী একাধিক পঞ্চায়েতের মানুষও চাইছেন আইমার দেখানো পথে চলুক তাঁদের পঞ্চায়েতগুলোও।

হাল্যান হাইস্কুলে হাওড়া জেলা সাঁতার প্রতিযোগিতা

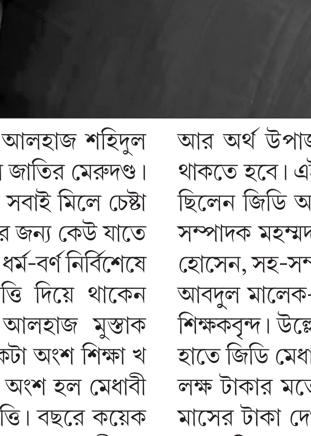

নিজস্ব প্রতিনিধি: হাওড়া জেলার বাগনানের হাল্যান হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হল হাওড়া জেলা সাঁতার নির্বাচনী প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানটি হয় ৫ নভেম্বর হাল্যান হাইস্কুল সুইমিং পুলে। মূলত ১৪,১৭, ১৯ বছরের বালক ও বালিকারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বহু প্রতিযোগী আসে। অঞ্চল প্রধান মাসাদুর রহমান,শিক্ষাবিদ বনশ্রী তলাপাত্র, সিরাজুল ইসলাম-সহ অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক শেখ কুসুমউদ্দিন, শিক্ষক হাবিবুর রহমান, শেখ হাসিবুল রহমান, প্রাক্তন শিক্ষক ও মৌলানা আজাদ অ্যাকাডেমির সহ-সম্পাদক শেখ ইমদাদুল করিম, শিক্ষাবিদ আবদুল মালেক-সহ অন্যান্য শিক্ষক এবং শিক্ষা অনুরাগী।

ইসলামিক জলসা গুণীজন সংবর্ধনা ও রক্তদান শিবির

আজাহার উদ্দিন

হুগলি জেলার খানাকুল থানার ঘোষপুর রামপ্রসাদে বিশ্ব নবি দিবস কমিটির উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী ইসলামিক জলসা, ইমাম মোয়াজ্জিন সংবর্ধনা, ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য মশারি বিতরণ ও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, বিশিষ্ট সাহিত্যিক শেখ হাসান ইমাম, শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত নাসরাউল গাউস, নাবাবিয়া মিশনের সম্পাদক শেখ সাঈদ আকবর, আরামবাগ গার্লস কলেজের অধ্যাপক হাসমত আলি খান, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নইমুল হক, প্রধান শিক্ষক মেহেবুব খান, রাজিব খান,আইনেল কলেজের সম্পাদক বাদশা খান, প্রাক্তন প্রধান হায়দার আলি, বিশিষ্ট সমাজসেবী ওসমান খান, মোবারক খান-সহ সমাজের বিশিষ্ট জনেরা। এদিন সন্ধ্যার পর ধর্মীয় জলসায় অংশগ্রহণ করেন প্রতাপপুর দরবার শরিফের পিরজাদা আলহাজ সৈয়দ রুহুল আমিন, পিরনগর দরবার শরিফের মুখ্য নির্দেশক পিরজাদা মৌলানা মহম্মদ আবুল কাশেম, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মৌলানা আবদুস সবুর কাসেমী, মৌলানা হারুন রশিদ, মৌলানা মুফতি ইউসুফ, আলহাজ খন্দকার শরিফ-সহ অন্যান্য আলেম উলামায়ে কেরামগণ। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ সকলেই কোরান ও হাদিসের আলোকে বিশ্ব নবির আদর্শের কথা তুলে ধরেন, শান্তি সম্প্রীতি মেলবন্ধনের কথা বলেন। বিশ্ব শান্তি মানব কল্যাণের জন্য দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এদিন ৫০ জন রক্তদান করেন, ৪০০ জনের হাতে মশারী বিতরণ করা হয়।

বেআব্রু গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

প্রথম পাতার পর

বিষয়টি নিয়ে অবশ্য পাল্টা যুক্তি দিয়েছেন জেলা সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্রও। তাঁর বক্তব্য, কারও কাছে যদি কোনও প্রমাণ থাকে যে, তিনি কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন বা করেছেন, তাহলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট না করে দলের কাছে অভিযোগ জানানো হোক। বললেন, ন্দলের সম্পর্কে কারও কিছু বলার থাকলে তাঁরা ফেসবুকে কেন পোস্ট করবেন? কিছু বলার থাকলে কার্যালয়ে এসে বলুন, না হলে উচ্চ নেতৃত্বের কাছে জানান।

বিজেপির কোন্দল চরমে

প্রথম পাতার পর

তবে গোটা ঘটনা নিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়েনি তৃণমূল। সিউড়ির তৃণমূল বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বলেছেন, বিজেপির ঘরে ঘরে গৃহযুদ্ধ। দিলীপ বাবু যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে গৃহযুদ্ধ। অনুপম যেখানে যাচ্ছেন সেখানে গৃহযুদ্ধ। পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রমাণ হয়েই গিয়েছে। লোকসভায় ওরা গৃহযুদ্ধ করবে। মানুষ আমাদের জেতাবে। শূন্য হয়ে যাবে বিজেপি।

অসহায় পরিবারকে ঘরে ফিরতে সাহায্য করল শিখরচণ্ডী যুব আইমা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আবার একবার মানবতার অনন্য নজির স্থাপন করল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের ওড়িশা রাজ্যের শিখরচণ্ডী যুব আইমা ইউনিট। প্রসঙ্গত, বাংলার পর পড়শি রাজ্য ওড়িশাতেই সাংগঠনিকভাবে সবথেকে বেশি মজবুত আইমা। সেখানকার একাধিক ইউনিটের

সৈনিকরা কঠোর পরিশ্রম করে আইমাকে সে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সংগঠনের সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী সমাজসেবার কাজ করে যাচ্ছেন ওড়িশার সৈনিকরা। শিখরচণ্ডী যুব আইমা ইউনিট ওড়িশায় আইমার যত ইউনিট আছে তার মধ্যে অন্যতম সক্রিয় ইউনিট। এবার এই ইউনিটের যুব সৈনিকরাই মানবতার নজির গড়লেন এক অসহায় পরিবারকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে। জানা গিয়েছে মুম্বই থেকে ভুবনেশ্বরে এসেছিল ওই পরিবারটি। কিন্তু মুম্বইতে ফিরে যাবার মতো কোনওরকম টাকা-পয়সা ছিল না তাঁদের হাতে। কোনওভাবে তাঁদের টাকা খোয়া যায়। ফলে অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে যান তাঁরা।

আর এই খবর পেয়ে ঠিক তখনই ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন শিখরচণ্ডী যুব আইমা ইউনিটের সৈনিকরা। মুম্বই অর্থাৎ তাঁদের ঘরে ফিরে যাবার জন্য টিকিটের ব্যবস্থা করে দেন আইমার যুব সৈনিকরা। শুধু তাই নয়, পথ-খরচ বাবদ ওই পরিবারকে আর্থিক সাহায্যও করা হয় শিখরচণ্ডী যুব আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে।

সমগ্র কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ওই ইউনিটের যুব নেতৃত্ব সেখ হিদাই এবং অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। তাঁদের এই মানবিক উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন স্থানীয় অঞ্চলের মানুষজন। পাশাপাশি অসহায় হয়ে পড়া ওই পরিবারটিও শিখরচণ্ডী যুব আইমা ইউনিটের সৈনিকদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

বিশিষ্ট সমাজকর্মী সূর্যপ্রসাদ গর্গের সঙ্গে চা বৈঠকে যোগ দিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের যুব নেতা শেখ মহম্মদ হোসেন। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন মহম্মদ হোসেন। সান্ধ্যকালীন এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় মহিষাদল রাজবাড়িতে।

নবিজির আদর্শকে আঁকড়ে পথ চলতে হবে: ভাইজান

নিজস্ব প্রতিনিধি: হুগলি জেলার খানাকুলের অন্তর্গত ঘোষপুর রামপ্রসাদ বিশ্বনবি দিবস কমিটির উদ্যোগে একটি ইসলামি জলসার আয়োজন করা হয়েছিল সম্প্রতি। এই জলসায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। পবিত্র কোরান ও হাদিসের আলোকে তিনি ইসলাম ধর্মের ওপর আলোচনা করেন। ইসলামের বাস্তবতা এবং আধুনিকতার দোহাই দিয়ে মুসলিম সমাজের যুবদের ইসলাম বিমুখতা বিষয়ে দৃকপাত করেন তিনি। ভাইজান বলেন, "আজ এই ধরনের মজলিসগুলো শোনার মজলিস হয়ে গিয়েছে। যে কথা আমরা শুনছি সেগুলো অন্তরে ধারণ করতে পারছি না। ফলে আমাদের মধ্যে এর কোনও প্রভাব পড়ছে না। তাই একদিকে শয়তানকে আমাদের প্রকাশ্য শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে, অন্যদিকে ইসলামের মধ্যে পূর্ণভাবে প্রবেশ করতে হবে যাতে ইসলাম সম্পর্কে আমরা আরও গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারি এবং দ্বীন ইসলামকে ভালোভাবে জানতে

পারি।" ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে কীভাবে প্রবেশ করা যায় সেই বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন তিনি। ইমানবিহীন আমলের কোনও মূল্য নেই। আর আমলবিহীন ইমান অত্যন্ত দুর্বল। তাই ইমান এবং আমল— দুটো বিষয়কেই একযোগে অন্তরে ধারণ করতে হবে, বক্তব্য আইমা সুপ্রিমোর। একইসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "আজ আমরা ইসলামকে অর্থের মাপকাঠিতে ওজন করছি। অথচ একটা সময় সাহাবারা জীবন দিয়েছেন ইসলামের জন্য। তাঁরা কোনও কিছুর বিনিময়েই ইসলামকে ছাড়েননি। আজ আমরা সংখ্যার মানদণ্ডে নিজেদের বিচার করি, ইসলামি মানদণ্ডে সেই বিচার করি না। ফলে দিনের পর দিন মুসলমানদের দুর্দশা আরও বেড়েই চলেছে। এর জন্য অন্য কাউকে দোষারোপ করে লাভ নেই। কারণ, অন্যকে দোষারোপ করার আগে নিজেদের দোষত্রুটিগুলো নিয়ে সমালোচনা করতে হবে।" নবিপাক হজরত মহম্মদ মোস্তফা রসুলুল্লাহ সা.-এর আদর্শকে যদি আমরা আঁকড়ে ধরে পথ চলতে পারি তবেই সর্ব ক্ষেত্রে আমরা বিজয়ী হব। বলেন সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। এদিনের জলসার পাশাপাশি একটি বস্ত্র বিতরণের কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়েছিল উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে। দরিদ্র এবং অসহায় মানুষদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। তাঁদের এই উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসাধন্য হয়েছে।

সিদ্ধায় আইমার নতুন অফিসের উদ্বোধন

দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: যে কোনও সংগঠনকে মজবুত করতে গেলে যেমন তৃণমূল স্তরে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হয়, ঠিক তেমনই কোনও সংগঠনকে ঠিকঠাক পরিচালনা করতে গেলে প্রয়োজন হয় সাংগঠনিক কার্যালয়ের। একথা সবাই কমবেশি জানেন। কেননা সাংগঠনিক কার্যালয়ের মাধ্যমেই জনসেবামূলক বহু কাজ করা যায়। দাঁড়ানো যায় মানুষের পাশে। আর এভাবেই সংগঠনের পরিধি বাড়ে। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এমনই একটি সামাজিক সেবামূলক সংগঠন, যেটা টিকে আছে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা, কর্মীদের নিরলস পরিশ্রম এবং মজবুত সংগঠনের জন্য। তাই এই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সমাজসেবী এই সংস্থাকে প্রসারিত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। সেই কর্মসূচির মধ্যে

অন্যতম হল, সংগঠনের নতুন শাখা অফিস তৈরি করে সংগঠনের কার্যকলাপকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া। এবার সেই উদ্দেশ্যেই সম্প্রতি সিদ্ধা বাজার বাসস্ট্যান্ডের কাছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের একটি নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন হয়ে গেল। একইসঙ্গে এদিন নতুন অফিসের উদ্বোধন কর্মসূচিতে সামনে রেখে একটি

বস্ত্র বিতরণী সভার আয়োজন করা হয় আইমার পক্ষ থেকে। দুস্থ-অসহায় তথা দরিদ্র মানুষদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ। এই মহতী কর্মযজ্ঞে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সভাপতি বিষ্ণুপদ পণ্ডা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার নতুন মুখপাত্র শেখ আবদুল সেলিম, সংগঠনের যুব নেতা শেখ আবদুল রফিক (রকি), হাবিব রহমান, আইমার সোশ্যাল মিডিয়ার সক্রিয় সদস্য শেখ সাইফুদ্দিন-সহ আরও অনেকে।

বিডিওকে সংবর্ধনা মহিষাদল ব্লক আইমা ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন সমাজসেবার পাশাপাশি সামাজিক নানা বিষয়ে দায়বদ্ধতা দেখিয়ে আসছে দীর্ঘ সময় ধরে। তার মধ্যে রয়েছে গুণী মানুষদের সংবর্ধনা জানানো। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের এই শিক্ষা জারিত হয়েছে সংগঠনের সৈনিকদের মধ্যেও। ফলে নানা সময়ে তাঁরা প্রশাসনিক বা সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বদের সম্মান জানিয়ে থাকেন। সেই ধারাতেই এবার মহিষাদল ব্লকের নতুন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) বরুণ আশিস সরকারকে মহিষাদল ব্লক আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হল। এই বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মহিষাদল ব্লক আইমার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের এই অভিনব ভাবনার মধ্যে কাজ করে এক ধরনের দূরদর্শিতা। কেননা, আইমা সবসময় চায় মানুষের জন্য কাজ করতে। মানুষের যে কোনও সমস্যার সমাধানে দ্রুত এগিয়ে আসেন আইমার সৈনিকরা। ফলে প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখলে মানুষের কাজ করতে সুবিধা হয়। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের এই দর্শন থেকেই সংগঠনের সৈনিকরা চেষ্টা করেন প্রশাসনকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করতে। বিনিময়ে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরাও মানুষের কাজ করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনকে তাঁদের সাধ্যমতো সাহায্য করার চেষ্টা করেন। আর এই পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উপকৃত হয় মানুষ। তাই প্রশাসনিক আধিকারিকদের সংবর্ধনা জানানো আইমার অত্যন্ত বাস্তবমুখী একটি পদক্ষেপ। এদিন মহিষাদল ব্লক আইমা ইউনিটের সৈনিকরা ওই ব্লকের বিডিওকে সম্মাননা জানিয়ে সেই কর্তব্যই পালন করল। আইমার কাছ থেকে এমনভাবে সংবর্ধনা পেয়ে খুশি বিডিও বরুণ আশিস সরকার। তিনি প্রশাসনিক বিভিন্ন ব্যাপারে আইমাকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

পাঁশকুড়া ব্লক আইমা সোশ্যাল মিডিয়ার উদ্যোগে আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ। বর্তমান যুগ সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ। তাই যিনি যত বেশি সোশ্যাল মিডিয়াতে সক্রিয় থাকেন, তিনি তত দেশকালের খবর ভালো রাখতে পারেন। উল্টোদিকে প্রচারের ক্ষেত্রেও এই সোশ্যাল মিডিয়া বর্তমানে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম। এই সারসত্যটা যিনি বুঝতে পারেন তিনি খুব দ্রুত দ্রুত সেই বার্তা চলে যায়। তাঁরা আইমার সৈনিকদের সঙ্গে খুব সহজেই যোগাযোগ করতে পারেন কোনও বিষয়ে প্রয়োজন হলে।

তবে শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় থাকলেই সবকিছু হয়ে যাবে না। কখনও কখনও পরামর্শ বা আলোচনার জন্য মিডিয়ার সদস্যদের নিয়ে বৈঠক বা আলোচনাসভার আয়োজন করতে সক্রিয় সদস্যবৃন্দ। তাঁরা অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকাণ্ডকে কীভাবে আরও ব্যাপক আকারে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেন। এরই পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আইমার জন সচেতনতামূলক পোস্ট ও সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের বক্তব্যকে বেশি

যুগের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন। আজ সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে নিমেষের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়। আর এই কাজটিই খুব সুচারুভাবে করছেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সোশ্যাল মিডিয়ার সক্রিয় সৈনিকরা। নিয়মিত তাঁরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আইমার কর্মসূচি প্রচার করেন। ফলে মানুষের কাছে হয়। তাই সেই আলোচনার গুরুত্ব বুঝেই এবার

আইমার পাঁশকুড়া ব্লক সোশ্যাল মিডিয়া টিমের সদস্যদের নিয়ে একটি বিশেষ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। গত ৭ নভেম্বর মঙ্গলবার রাধাকৃষ্ণপুরের বড়তলা আইমা অফিসে এই আলোচনাসভাটি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন পাঁশকুড়া ব্লক আইমা ইউনিটের সোশ্যাল মিডিয়ার বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার বিষয়ে একমত হন সকলেই। তাছাড়া এই আলোচনাসভায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের রেকর্ড থাকার পক্ষেও সওয়াল করেন কেউ কেউ। সব মিলিয়ে একটি ফলপ্রসূ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল এদিন পাঁশকুড়া ব্লক আইমার সোশ্যাল মিডিয়া টিমের উদ্যোগে।

আইন ভাঙবেন না

প্রথম পাতার পর

উল্লেখ্য, টোটোর 'দৌরাত্ম্য' কমানোর জন্য পুরোদস্তুর বিজ্ঞপ্তি জারি করে জাতীয় সড়ক-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় টোটো চালানো বন্ধ করে দিয়েছে রাজ্যের পরিবহন দফতর। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে মাথায় হাত পড়েছে কয়েক লক্ষ টোটো চালকের। এই মূল্যবৃদ্ধির বাজারে যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরানো অবস্থা, কোনও কর্মসংস্থান নেই, হু হু করে বাড়ছে বেকারের সংখ্যা, সেখানে পরিকল্পনাহীনভাবে টোটো চালকদের উচ্ছেদের চেষ্টা কেন? কেন তাদের ওপরেই কোপ পড়ল? অন্যান্যদের মতো প্রশ্ন তুলেছেন আইমার মুখপাত্র আবদুল সেলিম।

টোটো চালকদের মধ্যে অনেক উচ্চ শিক্ষিত মানুষ আছেন, যাঁরা চাকরি না পেয়ে টোটো চালানোকেই পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন। তাঁদের ওপর নির্ভর করে আছে এক একটি পরিবার। অথচ যেভাবে রাজ্য সরকারের পরিবহন দফতর টোটো চালকদের জীবিকা থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা করছে তাতে শুধু তাঁরাই নয়, ভেসে যাবে তাঁদের গোটা পরিবার।

তাই সরকারকে সামগ্রিক ভাবে টোটো চালকদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান আইমার মুখপাত্র। অটোচালকদের মতো নাম্বার প্লেট এবং রেজিস্ট্রেশন দিয়ে টোটো চালকদের নামও নথিভুক্ত করে তাঁদের জন্য রুট পারমিটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি। এর ফলে তাঁদের অন্নসংস্থানের বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে জানিয়েছেন সেলিম সাহেব।

তবে, অনেক সময় অবাঞ্ছিত টোটোর জন্য রাস্তায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয় বলে স্বীকার করে নিয়েছেন আবদুল সেলিম। সেক্ষেত্রে কীভাবে টোটোচালক এবং সরকারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বিকল্প পথ বের করা যায় সেটাও বিবেচনা করতে হবে বলে মনে করেন তিনি। কিন্তু কোনওভাবেই সেটা টোটোচালকদের পেটে লাথি মেরে নয় বলেও সাবধান করে দিয়েছেন আইমার মুখপাত্র।

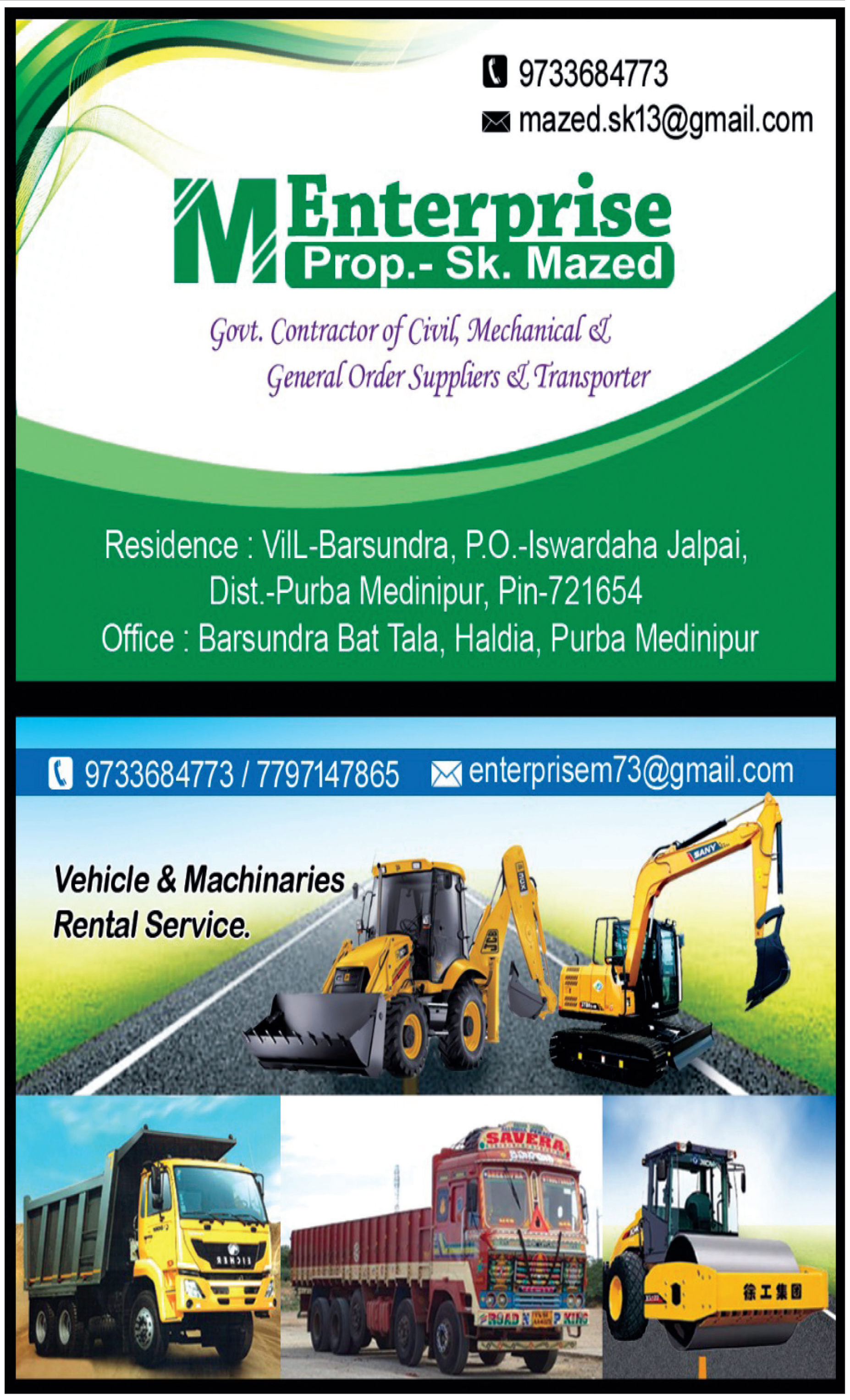

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
২৫ রবিউস সানি ১৪৪৫ হিজরি ◯ ১০ নভেম্বর ২০২৩ ◯ ২৩ কার্ত্তিক ১৪৩০ ◯ শুক্রবার

ভালোবাসার উল্টোটা ঘৃণা নয়, উপেক্ষা

ব্যক্তিজীবনে কার কী কেচ্ছাক্যাচাল, তা দিয়ে কোনও পারফর্মারকে মাপার পক্ষপাতদোষে কেউ দুষ্ট হবেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ব্যক্তিজীবনের সমস্যা যদি মাঠে প্রভাব ফেলে কিংবা ব্যক্তিজীবনে শত্রুতার জেরে যদি কারও কেরিয়ার শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তাহলে খানিক নড়েচড়ে বসতে হয় বইকি।

ক্রিকেটার মহম্মদ শামি এবং তাঁর প্রাক্তন হতে চলা স্ত্রী হাসিন জাহানের দাম্পত্যে চিড় ধরা নিয়ে আমাদের কোনও বক্তব্যই থাকা উচিত নয়। কিন্তু সেই শামি যদি ম্যাচ গড়াপেটার সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সমর্থক এবং ট্যাক্সপেয়ার হিসেবে দু-একটা কথা বলার অধিকার আমাদের নিশ্চয় জন্মায়।

অলৌকিক কোনও ডিআরএস শেষমুহূর্তে শামি-জাহানের দাম্পত্যকে বাঁচিয়ে না দিলে তারকা পেসার এবং প্রাক্তন মডেল কাম চিয়ারলিডারের মধ্যে ডিভোর্স হচ্ছেই। দু'পক্ষেরই দু'পক্ষের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি অভিযোগ আছে। সেগুলো নিতান্ত ব্যক্তিগতস্তরের। ঘরোয়া মামলা। তার মধ্যে ঢোকার দরকার নেই। তবে এর মধ্যে একটা অভিযোগ এমন, যা নিতান্ত ব্যক্তিগতস্তরের নয়। বরং এর সঙ্গে জাতীয়স্বার্থ জড়িত। হাসিন জাহান যে অভিযোগগুলো এনেছিলেন, তার মধ্যে একটা হল— মহম্মদ শামি নাকি ম্যাচ গড়াপেটার সঙ্গে যুক্ত। এমনকী লন্ডনের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তিনি ম্যাচ গড়াপেটার জন্য টাকাও নিয়েছেন।

হাসিন এই অভিযোগ আনার পরেই নড়েচড়ে বসেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, অভিযোগ সত্যি কি না তা খতিয়ে দেখতে হবে এবং তদন্ত করতে হবে। এবং সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই শামির পেটে লাথি পড়ে। অর্থাৎ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে তাঁর চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। মাথায় রাখতে হবে, স্রেফ একটা অভিযোগের ভিত্তিতেই এটা ঘটে। পরে বোর্ডের কমিটি তদন্ত করে জানিয়েছিল, শামির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। শামি কোনওভাবেই গড়াপেটার সঙ্গে যুক্ত নন। ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা থেকেই হাসিন জাহান এই অভিযোগ করেছিলেন। তারপর আবার নতুন করে বোর্ডের সঙ্গে শামির চুক্তি বহাল হয়। এবার কয়েকটা প্রশ্ন করা যেতে পারে—

এক, চুক্তি বাতিল হওয়ায় কি শামির সম্মানহানি হয়েছিল?

উত্তর— হ্যাঁ। সোশ্যাল মিডিয়ায় অগণিত গালাগাল, মিডিয়ায় খাপ বসানো এবং নেগেটিভ স্টোরি হত শামিকে নিয়ে।

দুই, এর ফলে কি শামিকে মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল?

উত্তর— হ্যাঁ। শামি একটা সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, তিনি এতটাই ভেঙে পড়েছিলেন যে আত্মহত্যার কথা পর্যন্ত ভেবেছিলেন।

তিন, নির্দোষ প্রমাণ হওয়ার পরে কি বোর্ড শামিকে কোনও ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল?

উত্তর— না।

চার, মিথ্যে অভিযোগ আনার জন্য কি কোর্ট হাসিন জাহানের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করেছিল?

উত্তর— না।

ঘরের অশান্তির প্রভাব কর্মক্ষেত্রে পড়বেই। যে মানুষটা আত্মহত্যার কথা ভাবছে, সে মাঠে ভাল খেলবে কী করে? তবু শামি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। লড়েছেন। বিশ্বকাপ খেলার দু'মাস আগেও শামিকে ২০১৮ সালে হাসিনের দায়ের করা মামলায় কোর্টে গিয়ে ২০০০ টাকা দিয়ে জামিন নিয়ে আসতে হয়েছে। শামির কাছে ২০০০ টাকাটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, মানসিক চাপ, সামাজিক অসম্মানটা। এশিয়া কাপের আগে তাঁর পারফরম্যান্স এমনই ছিল, দলে জায়গা পাবেন কি না, ঠিক ছিল না। বিশ্বকাপে প্রথম চারটে ম্যাচে তো খেলানোই হল না।

সেই শামি যখন বল হাতে ফিরলেন, এই সম্পাদকীয় লেখা পর্যন্ত নিলেন ৪ ম্যাচে ১৬ উইকেট। যে শামিকে গড়াপেটার অভিযোগ তুলে হাসিন জাহান গোটা দেশের সামনে বিশ্বাসঘাতক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন, সেই শামি আজ ভারতীয় বোলারদের মধ্যে বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি উইকেট শিকার করেছেন। ১৬ ম্যাচে তাঁর শিকার ৪৬টি উইকেট।

শামির বিরুদ্ধে হাসিনের হাজারটা অভিযোগ আছে, হাসিনের বিরুদ্ধেও শামির অভিযোগ আছে। তার সত্যাসত্য আদালতে বিচার হবে। কিন্তু স্রেফ অভিযোগের ভিত্তিতেই কারও কর্মক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল করা হল কেন? মিথ্যা অভিযোগ এনে কাউকে আত্মহত্যার কথা ভাবতে বাধ্য করা হল কেন? কেনই বা সেই অভিযোগ (মনে রাখতে হবে, অভিযোগটার সঙ্গে দেশের সম্মান জড়িত) মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পরেও অভিযোগকারিণীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হবে না? তার বিচার কে করবে?

মহম্মদ শামিরা বোধহয় সত্যিই দুধেল গরু। দুধ দেবেন, মাংস দেবেন সঙ্গে মালিকের চাবুকও খাবেন। চাবুক মারার কারণটা (পড়ুন তাঁর বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগটা) যদি মিথ্যেও প্রমাণিত হয়, তাও যিনি ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অভিযোগ তুললেন, তাঁর কোনও শাস্তি আইন তাঁকে দেবে না। এটাই ওঁদের ভবিতব্য। মহম্মদ শামি, আপনি আপনার স্ত্রীর চোখে দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক হতে পারেন, কিন্তু গোটা দেশের চোখে আপনি এখন নায়ক। ভালোবাসার উল্টোটা ঘৃণা নয়, ভালোবাসার উল্টোটা হল উপেক্ষা।

শামি নিশ্চয়ই সেই উপেক্ষাটা দিতে পারছেন। পারছেন বলেই একের পর এক ডেলিভারিতে ব্যাটারদের স্টাম্প মাটিতে ছিটকে দিচ্ছেন। যতবার শামির ডেলিভারির পরে আম্পায়ারের একটা আঙুল আকাশের দিকে উঠবে, ততবার দেশবাসীর প্রশ্নের আঙুল জনৈকা হাসিন জাহানের দিকেও উঠুক, কেন এবং কোন প্রমাণের ভিত্তিতে মহম্মদ শামিকে তিনি দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক বলেছিলেন? এই প্রশ্নের আঙুল আমাদের সিস্টেমের দিকেও উঠুক।

• • • • • •

রমজান মাসের আরও কয়েকটি আমল

আরবি বছরের নবম মাস হচ্ছে রমজান। আরবি বারো মাসের মধ্যে রমজান মাস এক অনন্য মর্যাদার অধিকারী। রমজান মাস রহমত আর বরকতের মাস। এ মাস অন্যসকল মাস থেকে অধিক ফজিলতপূর্ণ কারণ এ মাসে আল্লহপাক পবিত্র কোরান নাজিল করেছেন। এ মাসে একটি নফল ইবাদত একটি ফরজের সমতুল্য। তাই আমাদের রমজান মাসে বেশি বেশি আমল করা উচিত। এখন জেনে নেব রমজান মাসের আরও কয়েকটি আমল সম্পর্কে—

মিথ্যা বর্জন করা

মিথ্যা বলা মহা পাপ। সকল পাপের মূল হল মিথ্যা। রোজা রেখে যদি কেউ মিথ্যা বলে তাহলে সে শুধুই উপবাস করল। অর্থাৎ তার রোজা নষ্ট হয়ে গেল। সহীহ বুখারিতে এসেছে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ছাড়ল না সে ব্যক্তির রোজা রেখে সিয়াম পালন করে না খেয়ে উপবাস থাকার কোনও প্রয়োজন আল্লাহর নেই।

ঝগড়া থেকে বিরত থাকা

আবু হুরায়রা রা. আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখন তোমাদের কারও রোজার দিন হবে, সে যেন অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ না করে ও হই-হট্টগোল না করে। আর যদি কেউ গালাগালি করে অথবা তার সাথে লড়াই ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে যে, আমি রোজাদার। (বুখারি ১৮৯৪, মুসলিম ১১৫১)

অন্য রোজাদার ব্যক্তিকে ইফতার করানো

রমজান মাসের বিশেষ একটি আমল হল অন্য রোজাদার ব্যক্তিকে ইফতার করানোর চেষ্টা করা। এটি খুবই সওয়াবের কাজ। হাদিসে এসেছে, অন্য রোজাদার ব্যক্তিকে যদি কেউ ইফতার করায় সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি রোজা রেখে যে পরিমাণ সওয়াব পেয়েছেন তা তো তিনি পাবেনই অতিরিক্ত আরও একটি রোজার সওয়াব আল্লহপাক দান করবেন।

কোরানুল কারিমের আলোচনা করা

রমজান মাসে কোরানুল কারিমের দারস বা আলোচনা বেশি বেশি করা। হাদিসে এসেছে, রসুল সা.-এর কাছে জিবরাঈল আ. রমজান মাসে প্রতিরাতে আসতেন এবং কোরানুল কারিমের দারস বা ক্লাস দিতেন। আর এই রমজান মাসেই কুরআন নাজিল হয়েছে। সুতরাং আমাদের উচিত রমজান মাসে কোরানুল কারিমের আলোচনা বেশি বেশি করা।

ফ্যাসিবাদ সমগ্র মানবতার জন্য ঘাতক রূপে চিহ্নিত

ভারতবর্ষের নিজস্ব ঐতিহ্যের অস্তিত্ব স্থায়িত্ব লাভ করেছিল ঐক্যের মাধ্যমে। বৈচিত্রের যুক্তিসম্মত ভিত্তি ছিল দৃঢ় ও মজবুত। যার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় প্রচার আচরণের সামাজিক আস্থা ছিল পরিপুষ্ট। মন-প্রাণে অগাধ সন্তুষ্টি বিরাজমান ছিল। বর্তমানে অতি ধর্মীয় সক্রিয়তায় সেই ঐতিহ্যের ঐক্য বন্ধ্যাত্বে রূপান্তরিত হচ্ছে। হতাশার বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে ভ্রাতৃত্ব ভাঙ্গনের করুণ চিত্র দেখা ছাড়া উপায় নেই।

তালেবুর রহমান লস্কর

বর্তমান ভারতবর্ষ অজস্র সমস্যায় জর্জরিত। বিপর্যয়ের মুখে বললেও ভুল হবে না। সে বিপদ কোনও ধ্বংসাত্মক বাহিনীর ছোবল নয়। ভয়াবহ কোনও প্রাকৃতিক আপদও নয়। বহিঃশত্রুর আক্রমণও নয়। বাহ্যিকভাবে যে সমস্ত সমস্যা মাথার উপর অবস্থান করছে, তা অনাগত কঠিন সমস্যার পূর্ব লক্ষণ। মূল সমস্যা বিভাজন। ধর্মীয় কোন্দলের উত্থান। জাতিগত অবিশ্বাসের প্রাচীর। বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। সেইসঙ্গে রয়েছে জাতিগত বঞ্চনা। শ্রেণিগত উন্নয়ন, শ্রেণিগত অবহেলা। ব্যক্তি মূল্যবোধ হারালে ব্যক্তির অধঃপতন হয়। ব্যক্তি মানবতা হারালে পরিবার-সহ সমাজ প্রভাববিদ্ধ হয়। যদি রাষ্ট্র-শক্তি মূল্যবোধ হারায় রাষ্ট্রীয় অধঃপতন নেমে আসে। রাষ্ট্রে বসবাসরত বিশাল জনগণের জীবন হয় বিপন্ন। রাষ্ট্রশক্তি যদি মানবতা হারায়? কোনও কোনও জাতি তখন হিংস্র শিকারে পরিণত হয়। অবহেলিত শ্রেণি হয় আরও বেশি অবহেলিত। বঞ্চিত শ্রেণি হয় আরও বেশি বঞ্চিত। দেশীয় উন্নয়নের ধারা থেকে বিপুলসংখ্যক জনগণ অপসারিত হয়। দেশের সর্বাঙ্গীণ চিত্রে অসুস্থতার চিহ্ন ফুটে ওঠে। সার্বজনীন উন্নতির দ্বার হয় রুদ্ধ। সমৃদ্ধির সৌভাগ্য দিগন্তে বিলীন হয়ে যায়। নৈতিক দৈন্যতার প্রকোপ বাড়তে থাকে। চরম ক্ষতির মধ্যে পড়ে সভ্যতা জগতের সম্মুখে তুলে ধরার মতো কোনও সুস্থ মূল্যবোধ বাকি থাকে না। নিদারুণ অপমানকর প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড়াতে হয় সমগ্র দেশকে। দেশের উন্নয়ন দেউলিয়াপনার অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ে। সমাজের সুস্থ জীবনধারা নির্জিব অবস্থায় থমকে দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষের নিজস্ব ঐতিহ্যের অস্তিত্ব স্থায়িত্ব লাভ করেছিল ঐক্যের মাধ্যমে। বৈচিত্রের যুক্তিসম্মত ভিত্তি ছিল দৃঢ় ও মজবুত। যার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় প্রচার আচরণের সামাজিক আস্থা ছিল পরিপুষ্ট। মন-প্রাণে অগাধ সন্তুষ্টি বিরাজমান ছিল। বর্তমানে অতি ধর্মীয় সক্রিয়তায় সেই ঐতিহ্যের ঐক্য বন্ধ্যাত্বে রূপান্তরিত হচ্ছে। হতাশার বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে ভ্রাতৃত্ব ভাঙ্গনের করুণ চিত্র দেখা ছাড়া উপায় নেই। রাজনৈতিক দলের নিকট গণতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ আদর্শ শূলবিদ্ধে পরিণত। ক্ষমতা দখলের লড়াই বিকৃতরূপ নিয়ে প্রকাশমান। গণতান্ত্রিক ধারা চরমভাবে উপেক্ষিত। ভোটাধিকার কেন্দ্র সংঘর্ষে কলুষিত। ভোট প্রয়োগ বিধি বজ্র আটুনি ফসকা গেরোতে পরিণত। নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষা হারাচ্ছে। প্রাসনিক স্বচ্ছতা ও প্রশ্নের মুখে। দেশের ঐতিহ্যময় দর্শন, চিন্তাধারা অভিনব পথ পরিক্রমা করছে। মানুষ বাধ্য হচ্ছে নীতিহীন রাজনীতিকদের দাসে পরিণত হতে। চাকচিক্যময় পর্দার আড়ালে দুর্নীতির বাসা। দারিদ্রতার জন্ম ভয়াবহ রূপে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার দলিত-আদিবাসী, সংখ্যালঘু ও শ্রমিক শ্রেণি। সরকারি ছত্রছায়ায় কর্পোরেট শিবির ফুলছে ফাঁপছে। দেশীয় সম্পদ ভাগ বাটোয়ারার মাধ্যমে একটা শ্রেণি ভোগ দখলের আধিপত্য বজায় রেখে অর্থনৈতিক শোষণ চালাচ্ছে। নিরুপায় অজস্র মানুষ।

একদিকে শোষিত শ্রেণি, অপরদিকে শাসিত শ্রেণি। ব্যবধান বৃদ্ধি পাচ্ছে। শোষিত শ্রেণির জীর্ণশীর্ণ শোচনীয় অবস্থা ক্রমর্ধমান। সর্বত্র বৈষম্য বিরাজমান। শোষিত শ্রেণির সামাজিক অবস্থান নিম্ন থেকে নিম্নস্তরে দাঁড়িয়ে। দর্শন একটাই—একচেটিয়া অবহেলা। দর্শন একটাই একচেটিয়া বঞ্চনা। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাসাদের নীচে অসংখ্য ঝুপড়ি। ঝাঁ চকচকে আবাসনের পাশে বস্তি-কলোনি। শহরের রাস্তায় কুকুরের সঙ্গে শুয়ে দিন কাটাচ্ছে মানুষ। বাস্তবে কোনও দর্শন গড়ে উঠবে সমাজ, দেশ কোনওটাই স্পষ্ট নয়। গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবল অগ্রগামী ভূমিকা কথিত বাক্যে থাকলেও অধিক সংখ্যক মানুষ গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষতার উপর নির্ভর করে সফলতা অর্জনের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সে বিধান চরমভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে ভ্রান্ত বিশ্বাসের সংস্পর্শে। বর্ণবাদী চিন্তার সংমিশ্রণ ধর্মনিরপেক্ষতা একটা সংখ্যা ও সীমারেখায় অবদ্ধ। বলা চলে বর্ণবাদী চিন্তার সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার দূরতম সম্পর্ক নেই। একথা বলা বোধহয় অযুক্তি হবে না। সামগ্রিক দিক দিয়ে বলতে হয় ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মীয় মেরুকরণের কালিতে কালীমালিপ্ত করা হচ্ছে। যা দেশে বসবাসকারী সমস্ত মানব প্রকৃতির অনুকূল নয়। বরং ভ্রাতৃত্ববোধের সঙ্গে সাংঘাতিক। ফলস্বরূপ কেটা প্রতিকূল সংগ্রাম মানুষের মনে দানা বাঁধতে পারে যা অনভিপ্রেত।

দৈন্যতা, দারিদ্রতা ও ক্ষুদার্থের প্রকোপ দিনবা দিন বাড়ছে। সর্বহারা পরিবেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতার সুশোভিত পরিবেশ হচ্ছে বিনষ্ট। রাষ্ট্রীয় সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন সমস্ত ধর্মের, সমস্ত বর্ণের, সমস্ত ভাষার স্তরে বসবাসকারী মানুষের উপযোগী সফলতার পথ। প্রশস্ত ও উন্মুক্ত পরিবেশ ও অর্জিত অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা। স্বৈরাচারী মনোভাবাপন্ন শাসক নাগরিকদের এ নিরাপত্তা দিতে অপারগ। কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাস ও ধর্মীয় ভাবাবেগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে স্বাভাবিকভাবেই তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ধর্মীয় অভ্যাসে বেড়ে ওঠা, স্বাভাবিক স্বভাবে পরিণত নীতি-আদর্শ বাধাপ্রাপ্ত হলেই প্রতিরোধ স্পৃহা জাগ্রত হয়। এটা মানব প্রকৃতির একটা প্রাকৃতিক উপাদানের মতো মস্ত বড় উপাদান। সকলের ক্ষেত্রেই এটা সাধারণ নিয়মসিদ্ধ। অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণায় মানুষ নিরাশ হলেও আসলে নিরাশ হয় না। বরং বিপুল শক্তি নিয়ে জেগে ওঠার অপেক্ষায় থাকে। প্রতীক্ষার সেই দিন স্বল্প সময়ের হতে পারে কিংবা দীর্ঘ। কিন্তু সময় একদিন আসবেই। অতীত ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এর শত শত উদাহরণ বিদ্যমান।

দেশ একটা পরিবারের মতো। যে পরিবারের কর্তা সকলের সমান অধিকারকে সম দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে, সে পরিবারে ঐক্যের সঙ্গে বসবাস করা আনন্দময় হয়। প্রেম-প্রীতির আবহে বেড়ে ওঠে পরিবারের সকল সদস্য। পারস্পরিক সম্পর্ক হয় যেমন অটুট তেমনি মাধুরিপূর্ণ। প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের দায়বদ্ধতা, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, আন্তরিক বন্ধন যেমন নিবিড় হয় তেমনি হয় দৃঢ় এবং মজবুত। সেইসঙ্গে যদি সকল সদস্য কর্ম সচল, উপার্জনকারী হয় তাহলে পরিবারে স্বর্গীয় স্বচ্ছলতা বিরাজ করে। অর্থনৈতিক সফলতা উন্নতির গতিকে প্রশস্ত করে। ঠিক তেমনি রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের কর্তা যদি ধর্মীয় বর্ণের আবরণে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তা কখনই বহু ধর্ম, বহু বর্ণ বহু ভাষা-ভাষির দেশে উপযোগী প্রমাণিত হবে না। সৃষ্টি হবে ধ্বংসাত্মক পরিবেশ, সৃষ্টি হবে প্রাণহীন সমাজ। জড়বাদী এই চিন্তা অর্থনীতির জন্য অকৃতকার্য ও ব্যর্থতা ডেকে আনবে। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তার মোড়কে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয় সৌধ ইমারত আসলে ফ্যাসিবাদী, এতে গর্বিত হওয়ার কিছু নেই। ফ্যাসিইজম সমগ্র মানবতার জন্য ঘাতকরূপে চিহ্নিত। এরং রূপ-রং, আকৃতি-প্রকৃতি সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তন হলেও এর প্রভাব কিন্তু এক। এই ইজমের স্থায়িত্ব সামরিক হলেও এর বিষাক্ত ছোবলের গভীরতা ভীষণ সুদূরপ্রসারী। কিছু সংখ্যক মানুষ এর ভয়াবহ প্রভাব সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার কারণে এর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে, একে সমর্থন করে বসে, কিন্তু এ যখন নিজস্ব আকৃতিতে প্রকাশমান হয়, তখন একে প্রতিরোধের চিন্তা মাথায় এলেও, একে প্রতিরোধ করা সময় সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। ততক্ষণে গোটা দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষাক্ত মাথাগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। এই শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মৈত্রী গড়ে তোলা কোনও সমাজ সচেতনশীল মানুষের কাম্য নয়। ডেঙ্গু, মেলেরিয়া সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব যেমন সকলের, এই ফ্যাসিইজম সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা মানবিক দায়িত্ব।

পবিত্র ভূমি: এক ছাপোষা মানুষের স্মৃতিকথা অথবা ডায়েরি-লিপি

জেরুসালেমের পুরনো শহর ছড়িয়ে আছে চোখের সামনে। ক্রমশ আমার স্বল্প জানা দুই বাইবেলের ছবিগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে— গেথসেমানের অলিভ বাগান যেখানে একদিন রোমান সৈন্য গ্রেফতার করে প্রভু যিশুকে, অনেকটা নেমে এসে দাঁড়াই সলোমনের মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালের সামনে, ক্রন্দন প্রাচীর, ওয়েলিং ওয়াল, ক্লাগেমাউয়ার, সেটি ইহুদিদের কাছে পবিত্রতম তীর্থস্থান।

হীরেন সিংহরায়

বহুদিন ধরে ঐতিহাসিকরা, তাত্ত্বিকরা উৎস খুঁজতে চেষ্টা করেছেন প্যালেস্তাইন এবং ইজরায়েলের মধ্যে এই দশকব্যাপী ভয়ানক, বিষময় সংঘর্ষের। কেউ দায়ী করেন অটোমান সাম্রাজ্যের পতনকে, কেউ ব্রিটিশ চক্রান্ত বা ১৯১৭-র বেলফোর ঘোষণাকে, কেউ বা বারংবার ব্যর্থ হওয়া শান্তিপ্রস্তাব অথবা বহু শতাধীর বঞ্চনার ইতিহাসকে। সেইসব কূট তর্কের মধ্যেই দ্রুত বদলে যায় জেরুজালেম, ইতিহাসের চিরস্থায়ী রক্তাক্ত রঙ্গমঞ্চ, যা একইসাথে ক্রিশ্চান, ইহুদি ও ইসলাম ধর্মবিশ্বাসী মানুষের পবিত্র ভূমি। কারওর বধ্যভূমি, কারওর নির্বাসন, কারওর বা প্রতিশ্রুত নিজভূম।

ডোম অফ দি রক থেকে গেথসামানের অলিভ বাগান

এক) তিন দশক আগের একদিন।

জেরুজালেম ১৯৯১

—আমাদের এবার ফিরতে হবে।

—কেন, তাড়া কীসের? পারকিং টিকিট তো সারাদিনের!

—না, সেজন্য নয়। রাজদূতের বাড়িতে আপনার সান্ধ্য আমন্ত্রণ আছে যে!

—দাভিদ, সেটা সাতটায়। এখান থেকে হোটেলে ফিরতে কতক্ষণ লাগবে বলে মনে হয়?

— ঘণ্টা দেড়েক ধরে নিন।

—আমার আরেকটা কাজ বাকি আছে। সেটা সম্পূর্ণ করি আগে! সবে বেলা দুটো!

—এখন কোথায় যাবেন?

—চার্চ অফ দি হোলি সেপালকার

দাভিদকে চিন্তিত দেখাল।

—দেখুন সেখানে যাওয়ার পথটা মুসলিম কোয়ার্টারের ভেতর দিয়ে। আপনার আমার একটু অস্বস্তি হতে পারে।

—দাভিদ, আমি কোনও গ্রেগরি পেক নই জানি, কিন্তু আমার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন দিকি! এ চেহারা দেখে কি কেউ আমার ধর্মের নাম পড়ে নিতে পারে?

—কিছু মনে করবেন না, চার্চ অফ দি হোলি সেপালকার যাওয়াটা আমার পক্ষে নিরাপদ নয় বলে মনে করি। আপনি একা যদি যেতে চান আমি আটকাতে পারি না, কিন্তু আপনার সুরক্ষার দায়িত্ব আমার হাতে! যদি কোনও অঘটন ঘটে আমাকে বিওরনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

ক্রুসিফিকশন ও সমাধি চার্চ অফ দি হোলি সেপালকার

এই সংলাপ চলছিল ডোম অফ দি রকের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। দাভিদ আমার সারথি। জেরুজালেম যেতে চাই শুনে তেল আভিভে আমার বাণিজ্যিক বন্ধু বিওরন বলেছে, লোক দিচ্ছি। এমন একজনকে পাঠাব যে শুধু ভালো গাড়ি চালায় তাই নয়, ইতিহাস তার নখ দর্পণে! ঠিক তোমার মতন ট্রিভিয়া-ভিত্তিক বাজে গল্প করতে ভালবাসে! কথাটার সত্যতা বুঝতে বেশিক্ষণ লাগেনি। সক্কালবেলা হিলটন বিচ হোটেল থেকে এখানে আসা অবধি অনেক আলোচনা হয়েছে। দাভিদ দুর্দান্ত গাইড। জেরুজালেমে পৌঁছেই নিয়ে গেল হিব্রু ইউনিভার্সিটি। তার অবস্থান অনেকটা উঁচুতে, "এখান থেকে শহরের একটা বার্ড'স আই ভিউ পাবেন!" জেরুসালেমের পুরনো শহর ছড়িয়ে আছে চোখের সামনে। ক্রমশ আমার স্বল্প জানা দুই বাইবেলের ছবিগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে— গেথসেমানের অলিভ বাগান যেখানে একদিন রোমান সৈন্য গ্রেফতার করে প্রভু যিশুকে, অনেকটা নেমে এসে দাঁড়াই সলোমনের মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালের সামনে, ক্রন্দন প্রাচীর, ওয়েলিং ওয়াল, ক্লাগেমাউয়ার, সেটি ইহুদিদের কাছে পবিত্রতম তীর্থস্থান। দাভিদ মাথায় পরিয়ে দেয় ইয়ারমুলকা, নীরব প্রার্থনা শেষ হলে হেঁটে যাই ডানদিকে। সেখানে একটি পেল্লায় ভারা বাঁধা আছে, সিঁড়ি উঠে গেছে পশ্চিম দেওয়ালের মাথায়। পাকা সিঁড়ি নয়। কিন্তু শক্ত, লোহার রেলিং দেওয়া। ওপরে উঠে হাজির হলাম আল আকসা মসজিদের প্রাঙ্গণে। আর একটু এগিয়েই সোনালি চুড়োর ডোম অফ দি রক, জেরুজালেমের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ল্যান্ড মার্ক। এখানে সেই প্রস্তরখণ্ড আছে যার ওপরে আব্রাহাম ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে তাঁর পুত্রকে বলি দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন আর কিংবদন্তি অনুযায়ী এখান থেকে শুরু হয় পয়গম্বরের শেষ যাত্রা, ইসলামের দ্বিতীয় পবিত্রতম তীর্থস্থল।

ডোম অফ দি রক

—দাভিদ, জেনে এসেছি তিন আব্রাহামিক ধর্মের অনন্য সঙ্গম এই জেরুসালেম, দুই বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে। আপনার কল্যাণে দেখলাম জুডাইজমের পবিত্রতম, ইসলামের দ্বিতীয় পবিত্রতম পুণ্যস্থান। বাকি থাকে যিশুর মর্ত্যলোক থেকে বিদায়ের ভূমি, গলগথা। এতদূর যখন এসেছি, সেটি দেখেই যাব। আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করুন। দু ঘণ্টার ভেতরে যদি না ফিরি, পুলিস, অ্যাম্বুলেন্স ও বিওরনকে খবর দেবেন! ভাববেন না, আমি ঠিক ফিরে আসব!

মোবাইল টেলিফোন আমাদের হাতে পৌছুতে বছর চারেক দেরি! নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে দাভিদ বলল, "হেঁটে সেখানে যেতে আসতে বড়জোর চল্লিশ মিনিট লাগে। যদিও যেতে হবে

বাজারের ভিড় ঠেলে। যতটা সময় আপনি চার্চে কাটাবেন তা যোগ করলে দু'ঘণ্টার বেশি লাগবে না। তার বেশি দেরি হলে আমি চিন্তায় পড়ব।"

আরও তিন দশক পিছিয়ে গিয়ে

মুজতবা আলি সাহেবের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঝরিয়া শহরে আমাদের বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে। মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক পড়ছি 'জলে ডাঙ্গায়।' যার শেষটুকু খুব মন খারাপ করানো। ১৯২৮ সালে তাঁর জার্মানি যাত্রায় জাহাজের সঙ্গী দুই তরুণ পল ও পার্সির সঙ্গে খোস মজলিস চলেছে দিনের পর দিন, সেখানে কত কিছু জানছি। হঠাৎ সেই আড্ডা ভেঙে গেল যখন পোর্ট সায়ীদে এক 'লজঝর কোট পাতলুন পরা মানুষ হাতে এক তাড়া রঙিন কাগজে ভর্তি প্যামফিলিট' নিয়ে হাজির হলেন। আলী সাহেব যাবেন জেনোয়া, কিন্তু এই মানুষটি তাঁকে অন্য কোথাও পাঠাতে বদ্ধপরিকর। তাকে মুজতবা আলি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি কি দেশ বিক্রি করেন?"

"আরে ইয়োরোপ যাবেন না হয় দু'সপ্তাহ বাদে, আপাতত যান প্যালেস্তাইন। দেখে আসুন গলগথা, গেথসামানে, পশ্চিম প্রাচীর আর সেই আল আকসা যেখান থেকে আল্লাতালা মহম্মদ সায়েবকে স্বর্গ দর্শনে নিয়ে যান। আসলে জেরুসালেম হল ধর্মের ত্রিবেণী। ইহুদি খ্রিস্টান এবং মুসলমান ধর্ম এখানে এসে মিলেছে। এক ঢিলে তিন পাখি।"

পবিত্র ভূমি, হোলি ল্যান্ড!

মুজতবা আলি প্যালেস্তাইন পর্ব লেখেননি (১৯৪৭ অবধি ইজরায়েল নামের কোনও দেশ ম্যাপে পাওয়া যায় না)। জলে ডাঙ্গার শেষ লাইনে বললেন, "প্যালেস্তাইন সম্বন্ধে না লেখা ভ্রমণ কাহিনি উৎসর্গ করলুম মিত্রদ্বয় পল এবং পার্সিকে।"

জলে ডাঙ্গায় পড়ার পরে আরও তিন দশক কেটে গিয়েছে। সকল ধর্মকে সমান সম্মান দিতে শিখেছি তাই কোনও পীঠস্থানে গিয়ে পুণ্য অর্জন নয়, একই ঈশ্বরের বাণী বয়ে আনা ধর্মের সেই ত্রিবেণী, জেরুজালেমে পৌঁছুনোর বাসনা রয়ে গেছে মনে। ঝরিয়ায় বসে কোনওদিন ভাবিনি এ জীবনে তা সম্ভব হবে।

ফাস্ট ফরওয়ার্ড ১৯৯১

প্রভুর স্মৃতি সমাধি দেখে ফিরছি, দূর থেকে লক্ষ করলাম দাভিদ চত্বরের বাইরে একটা বেঞ্চে বসে ঘন ঘন মুসলিম কোয়ার্টারের দিকে তাকাচ্ছে আর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। আমাকে দেখিয়ে লাফিয়ে উঠল, 'মাজেল টভ' এক্ষেত্রে যার অর্থ, 'বাঁচা গেল' বা 'সর্বরক্ষে।' স্থান বা ঘটনা অনুসারে এই হিব্রু শব্দটির অনেক প্রকারের ব্যবহার আছে, সেটা নিয়ে পরে কখনও।

১৯৬৭ সালে ছ-দিনের যুদ্ধে বিজয়ী ইজরায়েল নামের দেশের এলাকা ক্রমশ বিস্তারিত হচ্ছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আদেশ বা কোনও আইন না মেনে, কেবলই গায়ের জোরে। অধিকৃত অঞ্চলে গড়ে উঠছে ইজরায়েলি কলোনি বা সেটলমেন্ট। সে সময়কার আমেরিকান রাষ্ট্রপতি বুশ সেটি সমর্থন করেননি। সিটি ব্যাঙ্কের কোনও রাজনৈতিক অবস্থান ছিল না, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের তা থাকার কথাও নয়। কিন্তু আমাদের ব্যাঙ্ক কখনও কোনও সেটলমেন্টের প্রসারে অর্থ সরবরাহ করেনি, সরাসরি তো নয়ই, কোনও ইজরায়েলি ব্যাঙ্কের মাধ্যমেও নয়।

গাজা আমি যাইনি। জেরুজালেম থেকে বাস ধরে নিকটবর্তী অধিকৃত শহর বেথলেহেম গেছি। আমার চেহারা ইহুদি সুলভ নয়। কিন্তু কেউ কোথাও আমার পরিচয়পত্র দেখতে চাননি। তেল আভিভ থেকে ট্রেনে চড়ে আকো, বাস ধরে হাইফা, সেখান থেকে নাজারেথ গিয়েছি। তেল আভিভ ফিরেছি অন্য রুটে (বাইবেলের আরমাগেডন যেখানে)। খুব সহজেই ঘুরেছি বাসে, যেমন মানুষ বোলপুর থেকে ইলামবাজার যায়; বেজায় ভিড়, বসার জায়গা মেলে না। অনুমান করতে অসুবিধে হয়নি বাসে ইজরায়েলি ও প্যালেস্তানিয়ান পাশাপাশি সফর করছেন, আইনি কাগজ দেখাতে হচ্ছে না। মনে রাখা প্রয়োজন দেশে দু-ধরনের প্যালেস্তিনিয়ানের বাস। এক) যারা ইজরায়েল দেশে বাস করেন, সেখানকার পাসপোর্টধারী, অন্যেরা জন্মগত প্যালেস্তিনিয়ান। বাস করেন অধিকৃত অঞ্চলে। তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার অত্যন্ত সীমিত, দেশ ছেড়ে বিদেশে যাওয়া শক্ত ব্যাপার। তাঁদের মধ্যে কারও জর্ডানিয়ান পাসপোর্ট আছে। প্যালেস্তাইন দেশের ছাপ মারা শেষ পাসপোর্ট ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বাতিল। অনেকেরই এই দেশ থেকে বেরনও অসম্ভব। যেমনটি এককালে দেখেছি কমিউনিস্ট পূর্ব ইউরোপে। অধিকারের অন্তর ছিল, অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল, ছিল পারস্পরিক সন্দেহ, ভীতি। আমি কোনও ভূরাজনৈতিক নই। কিন্তু সেদিন মনে হয়েছে এমনটা তো ইউরোপের অনেক জায়গায় চোখে পড়ে। লন্ডন, ব্রাসেলস, প্যারিস, বার্লিনের অনেক পাড়ায় সাবধানতা বাঞ্ছনীয়, হয়ত বা সেখানে না গেলেই হয়। কিন্তু সকল পক্ষের রাজনৈতিক অধিকার কাগজে কলমে সমান। ইজরায়েলে তা নয়। একপক্ষের পূর্ণ অধিকার, অপরপক্ষ ধনীর দুয়ারে দাঁড়ানো কাঙাল এবং কাঙালিনী। ইয়াসির আরাফত তাদের আপন রাষ্ট্র গঠন ও অনুমোদনের লড়াই চালাচ্ছেন। তিনি আওয়াজ তোলার আগে অবধি প্যালেস্তাইন নামটা শোনা যেত না অবধি। কোনও এক বিছানায় তিনি পর পর দু রাত্তির শোবার ভরসা পান না, মোসাদ আছে পিছে। ওসলো চুক্তি সই হতে দু বছর দেরি। তারপর একদিন দুই রাষ্ট্রের অবস্থিতি মেনে নিয়ে আরাফাত ও ইয়াতঝিক রাবিন হাত মেলাবেন বিল ক্লিনটনের সস্নেহ উপস্থিতিতে। মনে আছে সেই মাসেই (সেপ্টেম্বর ১৯৯৩) বন্ধু পল স্টার্লিং জানাল, তাদের ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ সুইজারল্যান্ড একটি নতুন দেশে দফতর খুলেছে, প্যালেস্তাইন! কিছুকাল বাদে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চ খোলে রামাল্লায়। তাহলে এবার দুটো দেশ পাশাপাশি সম্পূর্ণ স্বাধীন? যেমন যুগোস্লাভিয়া ভেঙে ছটি দেশ দাঁড়াল ছটি পতাকার নীচে?

পরেরবার ইজরায়েল গিয়ে দেখলাম পতাকা দুটো, সরকারিভাবে দেশ দু'টো কি না বোঝা যাচ্ছে না। গড়ে উঠেছে কংক্রিটের দেওয়াল, কাঁটা তারের বেড়া। জেরুজালেম থেকে বেথলেহেম আর পাবলিক বাসে চড়ে যাওয়া যায় না। নানান তার ঘেরা সুড়ঙ্গ পার হতে হয়। বেথলেহেমের ক্রিশ্চিয়ান মানুষ জেরুজালেমে চার্চ অফ দি হোলি সেপালকারে বন্দনা করতে পারেন না। যে আল আকসার চত্বরে দাঁড়িয়েছিলাম একদিন— সে এখন নো ম্যানস ল্যান্ড।

(গলগথা, যেখানে যিশু খ্রিস্ট ক্রুশে আরোহণ করেন এবং তাঁর শূন্য সমাধি পাওয়া যায় সেইখানে এই চার্চটি প্রতিষ্ঠিত। আজ যদিও এটি শহরের অন্তর্ভুক্ত, সে আমলে ছিল জেরুজালেমের বাইরে। তখন শহরের ভেতরে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া বেআইনি ছিল।)

সৌজন্যে— গুরুচণ্ডা৯

গ্রেফতার হলে ‘ওয়ার্ক ফ্রম জেল’! কেজরিওয়ালকে মুখ্যমন্ত্রী রাখতে ঘুঁটি সাজাচ্ছে আপ

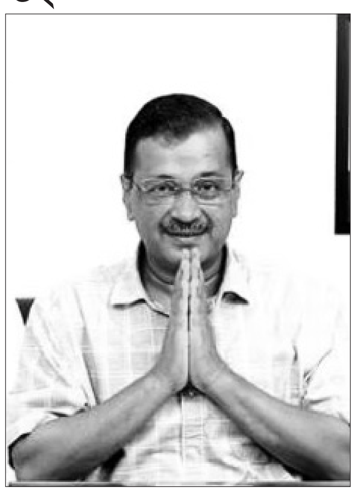

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্রেফতার হলে জেলে বসে সরকার চালাবেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল? মুখ্যমন্ত্রীর ‘ওয়ার্ক ফ্রম জেল’-র দাবিতে আদালতের অনুমতি চাইতে পারে আম আদমি পার্টি (আপ)। তাঁদের অনুমান, আবগারি দুর্নীতি মামলায় কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করবে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সেক্ষেত্রে কারাগারের অন্তরালে থেকেই সরকার চালাতে কেজরিওয়ালকে অনুরোধ করেছেন তাঁরই দলের নেতা-নেত্রীরা।

এই ইস্যুতে মুখ খুলেছেন দিল্লিরই এক মন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘‘আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি। জনগণ বলছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও আম আদমি পার্টির উপর নৃশংসা চালানো হচ্ছে। সেই কারণেই সমস্ত বিধায়কদের তরফে তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছে। যদি তাঁকে জেলে যেতে হয়, তবু যেন তিনিই মুখ্যমন্ত্রী থাকেন।’’

এব্যাপারে আদালতের অনুমতি চাওয়া হবে বলেও স্পষ্ট করেছেন মন্ত্রী অতিশি। ‘‘জেলে যাতে ক্যাবিনেট বৈঠক করা যায়, তার জন্য অনুমতি চাইতে আমরা আদালতে যাব।’’ বলেছেন দিল্লির মন্ত্রী। গত ২ নভেম্বর আবগারি দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালকে তলব করে ইডি। ওই দিন অবশ্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের সামনে হাজিরা দেননি তিনি। তখন থেকেই তাঁর গ্রেফতারির সম্ভবনা নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে। এর আগে অবশ্য কেজরিওয়ালকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে আরেক কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআই।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে কেজরিওয়াল ঘনিষ্ঠ তথা দিল্লির উপ মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াকে গ্রেফতার করেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। এর পরই মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দেন তিনি। বর্তমানে বিচারাধীন বন্দি হিসেবে তিহাড় জেলে রয়েছেন তিনি। জামিন পেতে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন মণীশ। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতিরা। তদন্তকারীদের দাখিল করা প্রাথমিক প্রমাণ সন্তোষজনক বলে জানিয়েছে আদালত।

সিবিআইয়ের তরফে মণীশ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে সতর্কতার সঙ্গে তৈরি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের দাবি, অতিরিক্ত লাভের আশায় তিনি ঘুষ নিয়েছেন ও বেশ কয়েকজনকে ঘুষ নেওয়ার সুবিধা করে দিয়েছেন। ৪১ পাতার অর্ডারে এই বিষয়টি উল্লেখ্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট। সেখানে সিবিআইয়ের যুক্তি নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা হয়নি।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের দাবি, মদ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি ২০২১-র আবগারি নীতি প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত ছিল। যার জেরে তাঁদের ১২ শতাংশ মুনাফা হয়েছে। সূত্রের খবর, সাউথ গ্রুপ নামের মদ প্রস্তুতকারীদের একটি লবি তদন্তকারীদের জানিয়েছেন, বিপুল পরিমাণ টাকা সরকারি কর্মীদের কাছে পাঠানো হয়েছে। লাভের পরিমাণ ধরে রাখতেই সিসোদিয়ার নির্দেশে এটা করা হয়েছিল। টাকা পাচারের সঙ্গেও তিনি জড়িত বলে দাবি করেছে ইডি।

নবাবদের নাম ‘না পসন্দ’ যোগীর

আলিগড় বদলে হোক হরিগড়, কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব

নয়াদিল্লি: ক্ষমতায় আসার পর মোদী সরকার উত্তর প্রদেশের একাধিক স্থানের নাম পরিবর্তন করেছিল। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হতে চলেছে আলিগড়। নাম পরিবর্তন করে ‘হরিগড়’ নামটি রাখা হবে বলে স্থির হয়েছে আলিগড় পুরসভার বৈঠকে। এবার নতুন নামটি প্রস্তাব আকারে পাঠানো হবে কেন্দ্রের কাছে অনুমোদনের জন্য।

আলিগড়ের নতুন নাম নিয়ে সোমবার বৈঠক করেন পুরসভার মেয়র প্রশান্ত সিংঘল। সেই বৈঠকে পুরসভার প্রতিনিধিরা ছাড়াও হাজির ছিলেন প্রশাসনিক কর্তারা। বৈঠকে আলিগড়ের নাম পরিবর্তন করে ‘হরিগড়’ রাখার প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। পুরসভার মেয়র প্রশান্ত সিংঘল জানিয়েছেন যে রামগড়ের নাম পরিবর্তন করে ‘হরিগড়’ করার পরিকল্পনা দীর্ঘ দিনের। প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন তিনি। নতুন নামাকরণের প্রস্তাবটি গৃহীত হলেও, তা অনুমোদনের ক্ষমতা নেই পুরসভার। সেক্ষেত্রে প্রস্তাবটি পাঠাতে হবে রাজ্য সরকারের কাছে।

তারপর সেটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে। তবে শেষ পর্যন্ত নতুন নাম অনুমোদন পেলে, বিজেপিশাসিত উত্তরপ্রদেশে এলাহাবাদ এবং ফৈজাবাদের পর ফের কোনও বড় শহরের নাম পরিবর্তনের ঘটনা ঘটবে।

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে নরেন্দ্র মোদী সরকার। ক্ষমতায় এসেই মুঘলসরাই রেল স্টেশনের নাম পরিবর্তন করা হয়। নতুন নাম রাখা হয় দীনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশন। তবে, স্থানের নাম পরিবর্তনের প্রথম প্রস্তাবটি গৃহীত হয় উত্তপ্রদেশে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর। ২০১৯ সালে এলাহাবাদের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় প্রয়াগরাজ।

এর পরেই ফৈজাবাদ জেলার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় অযোধ্যা। কয়েকদিন আগে আগ্রা শহরের নাম পরিবর্তনের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন এক বিজেপি সাংসদ। পরিবর্তন করে আগ্রাবন রাখার প্রস্তাব করেছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে বিজেপির তরফে মুজাফর নগরের নাম পরিবর্তনের দাবি করা হয়েছিল। লক্ষ্মীনগর রাখার জন্য দেওয়া হয়েছিল প্রস্তাব।

উত্তরপ্রদেশে নাম পরিবর্তনের প্রবণতা ধরা পড়েছিল সরকারি প্রকল্পগুলিতেও। প্রথম দফায় যোগী আদিত্যনাথ ক্ষমতায় আসার পর, আগের অখিলেশ যাদব সরকারের গৃহীত প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল। সমাজবাদী সরকারের অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার নাম পরিবর্তন করে করা হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য পরিষেবা। এমনকী, সরকারি পেনশন স্কিমের নামও পরিবর্তন করেছিলেন যোগী। শুধু উত্তরপ্রদেশ নয়। যে স্থানগুলির সঙ্গে ঔপনেবেশিক যোগ রয়েছে সেখানকার নাম পরিবর্তনের পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্র। সেই কারণে রামগড়ে নাম পরিবর্তন এখন সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করা হচ্ছে।

সোনায় মোড়া বার্গার, ওজন ১০০ কেজি!

লখনউ: বিশ্বের সবথেকে বড় বার্গার, সোনায় মোড়া! হতবাক করা এমন ঘটনা ঘটেছে ভারতেই। উত্তরপ্রদেশের আগ্রায় হোটেল গ্র্যান্ড মার্কিউরে তৈরি হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সোনার বার্গার। যার ওজন প্রায় ১০০ কিলোগ্রাম। হোটেলের কর্মীদের দাবি, এটিই বিশ্বের সবথেকে বড় ‘গোল্ড প্লেটেড’ বার্গার। আগ্রা শহরের এমন এক সৃষ্টি বিশ্ব রেকর্ড তৈরি করে ফেলেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মানুষকে মোটা শস্য ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছেন। এই বার্গারেও বেশিরভাগ মোটা শস্য ব্যবহার করা হয়েছে বলে দাবি। বার্গার ঠিক ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী খাদ্য নয়। তবে গত কয়েক বছরে তা জাঁকিয়ে বসেছে এদেশের বাজার। নতুন প্রজন্মের কাছে দারুন জনপ্রিয়। চিকেন বার্গার, ভেজ বার্গার, আলু-টিক্কি বার্গার ইত্যাদির কথা সকলেই শুনেছেন। তবে সোনার প্রলেপ দেওয়া বার্গার নিতান্তই বিরল। এই বার্গারে সোনার প্রলেপ ব্যবহার এটিকে বিশেষ করে তুলেছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, কে বানালেন এই খাবার! ভারতের বিখ্যাত ‘বার্গার চাচু’ নামে পরিচিত শরণদীপ সিংহকে ডাকা হয়েছিল। শরণদীপ সিংহ এবং হোটেল কর্মীরা মিলে এই ১০০ কেজি সোনার বার্গার প্রস্তুত করেন। এই বার্গারে মেশানো হয়েছে ১০ কেজি পনির, ১০ কেজি টমেটো, ৫ কেজি শসা, ৯ কেজি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, প্রচুর চিজ, শাকসবজি। মোটা দানার শস্য থেকে প্রস্তুত রুটি ব্যবহার করা হয়েছে এতে। হোটেলের ম্যানেজার বিবেক মহাজন জানিয়েছেন, মোটা দানা শস্য থেকে তৈরি এই ‘গোল্ড বার্গার’ তৈরির মূল উদ্দেশ্যই ছিল মোটা দানার শস্য সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা। তাঁরা তাঁদের বাড়িতে যতটা সম্ভব মোটা দানা শস্য ব্যবহার করতে পারেন, ততই ভাল। এগুলি স্বাস্থ্যকরও। বিবেক বলেন, ‘‘আমার ধারণা এটিই হবে বিশ্বের সবথেকে বড় সোনার বার্গার যা মোটা দানা শস্য থেকে তৈরি। এই বার্গার তৈরি হয়েছিল সচেতনতা প্রচারের জন্য। পরে এটি শহরের শতাধিক শিশুকে খাওয়ানো হয়। বার্গার খেয়ে খুবই খুশি সমস্ত শিশুরা।’’ হোটেলের এক্সিকিউটিভ শেফ প্রমোদ কুমার জানান, এই বার্গার তৈরির জন্য অনেকদিন আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। সেজন্যই বিখ্যাত বার্গার চাচু ওরফে শরণদীপ সিংহকে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

দিল্লিতে দূষণ মোকাবিলায় কৃত্রিম বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইআইটি কানপুরের দূষণ ঠেকাতে কৃত্রিমভাবে মেঘ তৈরি করে কৃত্রিম বৃষ্টি করানোর বিষয়টি নিয়ে গত ৫ বছর ধরে কাজ চলেছে। গত জুলাই মাসে এর পরীক্ষাও সফল হয়েছে বলে সংস্থা সূত্রে খবর। এবার সার্বিকভাবে দিল্লি ও সংলগ্ন এনসিআর অঞ্চলে দূষণ ঠেকাতে কৃত্রিম বৃষ্টি নামাতে উদ্যত হয়েছে কর্তৃপক্ষ। দিল্লি ও সংলগ্ন এনসিআর অঞ্চলের বায়ু দূষণ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ইতিমধ্যে যান চলাচলে জোড়-বিজোড় ফর্মুলা শুরু করেছে কেজরীবাল সরকার। স্কুল, কলেজেও ছুটি ঘোষণা করেছে। তবে কেবল এই সমস্ত করে দূষণ সেভাবে কমানো যাবে না। দূষণ কমানোর অন্যতম উপায় হল বৃষ্টি। কিন্তু, প্রাক-শীত পর্বে, নভেম্বরে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই এবার কৃত্রিম বৃষ্টি নামানোর প্রস্তাব দিয়েছে আইআইটি কানপুর। কৃত্রিম মেঘ তৈরি করে বৃষ্টি নামাতে তাঁরা প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন আইআইটি কানপুরের গবেষকরা। দূষণ ঠেকাতে কৃত্রিমভাবে মেঘ তৈরি করে কৃত্রিম বৃষ্টি করানোর বিষয়টি নিয়ে গত ৫ বছর ধরে কাজ করে চলেছে আইআইটি কানপুর। গত জুলাই মাসে এর পরীক্ষাও সফল হয়েছে বলে সংস্থা সূত্রে খবর। এবার সার্বিকভাবে দিল্লি ও সংলগ্ন এনসিআর অঞ্চলে দূষণ ঠেকাতে কৃত্রিম বৃষ্টি নামাতে উদ্যত হয়েছে কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে ডিজিসিএ-র অনুমতি নেওয়া হয়েছে বলেও আইআইটি কানপুর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

আইআইটি কানপুরের গবেষকরা জানান, কৃত্রিম বৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট আবহাওয়ার প্রয়োজন, যেমন পর্যাপ্ত আর্দ্রতা এবং উপযুক্ত বাতাস সহ মেঘের উপস্থিতি। মেঘ তৈরি করে এবং কৃত্রিম বৃষ্টি তৈরি করা প্রাক-শীতকালীন মাসগুলিতে কাজ করতে পারে কি না তা এখনও খতিয়ে দেখা বাকি। এছাড়া কৃত্রিম বৃষ্টি করানোর জন্য ডিজিসিএ ছাড়াও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এসপিজি-র থেকে একাধিক অনুমোদন নিতে হবে। যদিও গত সেপ্টেম্বরে দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই জানিয়েছেন, বায়ু দূষণ মোকাবিলায় শীতকালীন পদক্ষেপ হিসাবে এই শহরে মেঘ সৃষ্টি করার প্রস্তুতি চলছে।

দেশজুড়ে নিষিদ্ধ বাজি

নিজস্ব প্রতিনিধি: কেবলমাত্র দিল্লি-এনসিআর এলাকা নয়, গোটা দেশজুড়েই দেওয়ালির মরসুমে বাজি ক্রয়-বিক্রয় এবং ফাটানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। মঙ্গলবার এমনটাই মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। সঙ্গে দেশের শীর্ষ আদালতের মন্তব্য, ‘‘দিল্লির বিষাক্ত বাতাস মানুষের স্বাস্থ্যের হত্যা করছে।’’ মাত্রাতিরিক্ত দূষণ বৃদ্ধি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ওঠা একটি মামলার শুনানি মঙ্গলবার এমনই পর্যবেক্ষণ বিচারপতির। এর আগেও দেশের শীর্ষ আদালত দীপাবলি উপলক্ষে বাজি ফাটানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। কোনওভাবেই বাজি বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলতে রাজি নয় সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের বক্তব্য, ‘‘দূষণ রোধ করা কেবলমাত্র কোর্টের দায়িত্ব নয়। একটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এটা সকলের দায়িত্ব।’’ দেশের শীর্ষ আদালত কড়াভাবে মন্তব্য করে, এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে সর্বদা রাজনৈতিক কচকচানি হওয়া কাম্য নয়। অবিলম্বে খড় পোড়ানো বন্ধ করতে হবে। আমরা জানি না কীভাবে তা বন্ধ করা সম্ভব।

রাজস্থানের আজমির জেলার পুষ্করে উট সাফারি পর্যটকদের।

দ্য ভয়েস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল

দিদিমণি নেই ক্লাস নিচ্ছে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি: শিক্ষিকা নেই, চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়ারাই প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণির ক্লাস নিচ্ছে। ঘটনাটি ঘটেছে গোঘাট ২ নম্বর বিডিও অফিস থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে। সেখানে মান্দারণ দাসপাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। সরকারি হিসাব মতো মোট ১০৫ জন পড়ুয়া সেখানে পড়াশোনা করে। তবে শিক্ষিকা রয়েছেন একজন। আর প্রধান শিক্ষিকা থাকলেও তিনি বাইরের কাজ নিয়েই মূলত ব্যস্ত থাকেন বলে অভিযোগ। তিনি মাসে মাত্র একদিন বিদ্যালয়ে আসেন। তাই কোনওরকমে টেনেটুনে চলছে এই শিশু শিক্ষাকেন্দ্রটি। অভিভাবক থেকে সহকারি শিক্ষিকা পর্যন্ত বলছেন মিড ডে মিলে পুষ্টির কোনও বালাই নেই। কোনও মাসে ছাত্র-ছাত্রীদের পাতে ডিম জোটে আবার কোনও মাসে ডিমও জোটে না। ছাত্র-ছাত্রীদের কোনওদিনই মাংস দেওয়া হয়নি।

সরকারি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে দুইজন শিক্ষিকা থাকলেও একজন শিক্ষিকা কোনওরকমে ছাত্র-ছাত্রী পড়ান। বেশিরভাগ দিনে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে নিম্ন শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নেওয়া হয়। ওই সহকারী শিক্ষিকাকে মিড ডে মিলের আয়োজন করে তারপর ক্লাস নিতে হয়। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী পারভিন খাতুন বলল, ‘‘আমাদের স্কুলে বেশি দিদিমণি নেই তাই আমি ক্লাস টু-এর ক্লাস করাচ্ছি। ওদের বাংলা পড়াচ্ছি।’’ সহকারি শিক্ষিকা শ্যামলী রায় বলেন, ‘‘আমরা দুজন স্টাফ। এরপর রান্নার ব্যবস্থা করতে হয়। আমি একা। ক্লাস নিতে-নিতে যে দিন অসুবিধা হয় তখন চতুর্থ শ্রেণির যে পড়ুয়া তাঁকে বলি একটু নীচু ক্লাসের পড়া ধরতে।’’ এই নিয়ে গোঘাট ২ নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও কুন্তল কুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, বিষয়টি তাঁর জানা নেই।

জলপাইগুড়ির শ্মশানকালী মন্দিরে দেখভাল করেন চান্দু-নিজাম-মমতাজরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাবা চান্দু মহম্মদের সঙ্গে ছেলে নিজাম ও বন্ধু মমতাজ মহম্মদ বছরের পর বছর ধরে এভাবেই মন্দিরে পরিষেবা দিয়ে আসছেন। মন্দির ধোয়া-মোছা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা থেকে পুজোর কাজকর্ম সবেতেই অংশ নেন তারা। সম্প্রীতির এমনই মেলবন্ধন লক্ষ্য করা গেল আড়াইশো বছরেরও বেশি পুরানো জলপাইগুড়ির এই গোশালা মোড় দেবীচৌধুরানি শ্মশানকালী মন্দিরে। ২৫০ বছরেরও বেশি পুরনো এই মন্দিরে মাকে পুজোয় শোল মাছ, বোয়াল মাছ দিয়ে আমিষ ভোগ দেওয়ার পাশাপাশি মদ বা সুরা লাগে। এখানে বলির প্রথাও রয়েছে। এই মা শ্মশানকালী মন্দিরে প্রবেশ করলে এখনও ভক্তদের গা ছমছম করে।

জলপাইগুড়ি শহরের শেষ প্রান্তে জাতীয় সড়কের পাশে গোশালা মোড় সংলগ্ন শ্মশানের গায়ে রুকরুকা নদীর ধারে শ্মশানকালী মন্দির যা দেবী চৌধুরানি মন্দির নামে পরিচিত। স্থানীয়দের দ্বারাই মূলত পরিচালিত হয়ে আসছে এই মন্দিরের কালী পুজো। বছরে ৩৬৫ দিন এখানে নিত্য পূজিত হন মা। এলাকার মানুষ বলেন এই মন্দিরের বয়স প্রায় ২৫০ বছরেরও বেশি। বর্তমানে তেমনভাবে মন্দিরটির সংস্কার না হলেও সেরকম কিছু পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু এখানে শিব চতুর্দশীতে উপচে পড়ে ভক্তদের ভিড়। এখানে ২৫০ বছরেরও বেশি পুরনো বটগাছের নীচে শিবলিঙ্গ রয়েছে। সেখানেই জল ঢালতে আসে দূর দূরান্তের ভক্তরা। সামনেই কালীপূজো তাই তার আগেই মন্দির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা চলছে জোরকদমে। শোনা যায় এই মন্দিরের চারপাশ আগে জঙ্গলে ভর্তি ছিল। সেই সময় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন প্রদীপ জ্বালিয়ে মন্দিরে পুজো দিতেন। এখন আর জঙ্গল নেই। কালী পূজার রাতে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি সহ পাশ্ববর্তী জেলা থেকেও মানুষের ঢল নামে। বহু পর্যটক এই মন্দির দর্শন করতে আসেন।

মন্দিরের পুরোহিত সুভাষ চৌধুরী বলেন, ভক্তরা যেটুকু আর্থিক সাহায্য দেন সেদিয়েই চলে মন্দির পরিচালনা। তেমনভাবে কোন অর্থ আসে না সরকারের পক্ষ থেকে। সাধারণ মানুষের অর্থ দিয়ে চলে মন্দির। এখানে বছর পর ধরে পুজো করে আসছি। কালীপুজোর রাতে রীতি অনুযায়ী এখনও ছাগ বলি দেওয়া হয়। পুজোতে মাকে আমিশ ভোগ দেওয়া হয়। মাকে মূল ভোগে খিচুড়ি ভোগের বদলে দেওয়া হয় সাদা ভাত, শোল মাছ ও বেয়াল মাছ, পাঁচ রকম সবজি, মাছের মাথা দিয়ে মুগডাল, লুচি,পায়েস, চাটনি ইত্যাদি। প্রথা অনুযায়ী মা এর হাতে যে বাটি রয়েছে তাতে সূরা বা মদ দেওয়া হয়।

মন্দিরের সম্পাদক দেবাশিস সরকার বলেন এই মন্দির বহু পুরনো, সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে, যদি সরকার এই মন্দিরের জন্য একটু নজর দেন তাহলে ভালো হয়। চার লেনের কারণে এই শ্মশানকালী গোশালা দেবীচৌধুরানি মন্দিরের তেমনভাবে সংস্কার হচ্ছে না। অন্যদিকে মন্দির এর জমি গ্রাস করছে পাশের এই রুকরুকা নদী।

ভক্তদের কথায় এখানে মা খুব জাগ্রত। মায়ের কাছে মানত করলে ফলে। এক ভক্ত বললেন, তাই স্ত্রী, পুত্রকে নিয়ে সুদূর হাওড়া থেকে ছুটে এসেছি পুজো দিতে। পুজোর ডালায় ফল, মিষ্টি, নতুন শাড়ি, আলতা, সিঁদুর-সহ পুজোর বিভিন্ন সামগ্রীর পাশাপাশি মা এর জন্য মদ বা সূরাও নিয়ে আসা হয়েছে।

মন্দিরে ঘুরতে এসে এক দর্শনার্থী বলেন বহু ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে জলপাইগুড়ির দেবী চৌধুরানি মন্দিরের। এখনও মন্দিরে প্রবেশ করলে গা ছম ছম করে। দূরদূরান্তের মানুষ এখনো ছুটে আসে পুজো দিতে। এখানে বট গাছের নীচে শিবলিঙ্গ রয়েছে সেখানেই পুজো হয়। রয়েছে মন্দিরে পুরানো আমলেই সেই ঘর, আর ঘরের ভিতরে ঢুকলেই দেখা মিলবে ওম লেখা ত্রিশূল লাগানো প্রায় ২৫০ বছরের বেশি পুরোনো মন্দির। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বলি দিয়ে আসছেন প্রদীপ মৈত্র। তিনি বলেন, এই ঘরেই মা আসতেন বলে শুনেছি। তবে এখানে মা জাগ্রত। আগে অনেক ছাগ, পায়রা বলি হত। তবে বর্তমানে ১০-১২টা ছাগ বলি হয়।

রেলপথে সংযুক্ত হচ্ছে ভারত-ভুটান

নিজস্ব প্রতিনিধি: রেলপথে সংযুক্ত হতে চলেছে ভারত-ভুটান। সোমবার ভুটানের রাজা জিগমি খেসার নামগেল ওয়াংচুকের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকের পর দুই দেশের মধ্যে রেলপথে সংযুক্তিকরণের বিষয়টি সুনিশ্চিত হয়েছে। এবার ভারত-ভুটান রেল সংযোগের জন্য স্থান নির্বাচন করতে শীঘ্রই সমীক্ষা শুরু হবে। রেলপথের জায়গা খুঁজতে সমীক্ষা করার ব্যাপারে ভুটানের রাজা সম্মত হয়েছেন। সোমবার নয়া দিল্লিতে আসেন ভুটানের রাজা জিগমি খেসার নামগেল ওয়াংচুক। তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং। দু-পক্ষের মধ্যে একপ্রস্থ বৈঠকও হয়েছে। বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইটারে জানান, ভুটানের রাজা জিগমি খেসার নামগেল ওয়াংচুককে ভারতে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত। ভারত-ভুটান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা অত্যন্ত উষ্ণ এবং ইতিবাচক আলোচনা করেছি। ভুটানের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে ভুটানের জনগণের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য দৃষ্টি প্রসারিত করা হচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গের বানারহাটের সঙ্গে ভুটানের সামসের মধ্যে রেল সংযোগ গড়ে তোলার বিষয়ে দু-পক্ষই সম্মত হয়েছেন। এছাড়া অসমের দারাঙ্গা ও ভুটানের সামদ্রুপে নতুন অভিবাসী চেকপয়েন্ট খোলার ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য-পরিকাঠামো, ব্যবসা ও মিউচুয়ালে বিনিয়োগ, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মহাকাশ প্রযুক্তি, এমনকি দুই দেশের জনগণের মধ্যে সংযোগ বাড়ানোর বিষয় নিয়েও ভুটানের রাজার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

তৃণমূলে ‘কুলাঙ্গার’ রয়েছে! মমতার মন্ত্রিসভার সদস্যের মন্তব্যে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: মালদহ জেলায় তৃণমূলের গোষ্ঠী বিবাদের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। শাসকদলের গোষ্ঠী সংঘর্ষের জেরে একাধিক খুন ও উত্তেজনার সাক্ষী থেকেছে উত্তরবঙ্গের এই জেলা। এবার মালদহে দলীয় এক অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রীর মন্তব্য ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন এবং সেচ দফতরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের মন্তব্য নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। ‘‘আমাদের দলেও কিছু কুলাঙ্গার আছে’’— মন্ত্রীর এই মন্তব্য নিয়ে শুরু হয়েছে বিস্তর জলঘোলা।

মালদহের কালিয়াচকের আলিনগর এলাকায় সম্প্রতি ১০০ দিনের বকেয়া টাকার দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই এই মন্তব্য করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন এবং সেচ দফতরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। মন্ত্রীর বক্তব্য ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তা নিয়ে দানা বেঁধেছে বিতর্ক। দলীয় সভা থেকে বক্তব্য রাখার সময় কর্মীদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, ‘‘আপনাদেরকে বলব, আমাদের ভুল বুঝবেন না। আমরা যা করি আপনাদের জন্যই করি। এবার কেউ যদি কোনও দোষ করে থাকে, ভুলের ভাগীদার সে একা হবে। তার শাস্তি হোক এটাই আমরা চাই। আমার বাড়িতে যদি কোনও কুলাঙ্গার ছেলে থাকে, পুলিশ যদি তাঁকে গ্রেফতার করে, তবে বাপ-মা কী করবে! শাসন করার পরও ছেলে শুধরচ্ছে না। ঠিক তেমনি আমাদের পার্টিতেও কিছু কুলাঙ্গার ছেলে-মেয়ে রয়েছে।’’

মন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘যে পাপ করবে, প্রায়শ্চিত্তও তাকেই করতে হবে। কোনও ভুলের জন্য দল দায়ী নয়। দল কি কাউকে চুরি করার জন্য বলেছে? কেউ একজন দাঁড়িয়ে বলুন তো, কারও থেকে কখনও কোনও টাকা-পয়সা নিয়েছি আমি? হ্যাঁ কখনও চা খেয়েছি। টাকার বিনিময়ে কোনও কাজ আমি আমার রাজনৈতিক জীবনে করিনি। দল কখনও টাকার বিনিময়ে কাজ করার কথা বলেনি। কেউ যদি টাকার বিনিময়ে কাজ করে, তবে সে দায়ী। আমি আপনাদের বলব, কোনও কাজের জন্য কাউকে টাকা দেবেন না। আমাদের সরকার মানুষের জন্য সব ধরনের সুবিধা করে দিয়েছে। দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে গেলেই সব কাজ হয়ে যায়।’’

অযোধ্যা সাজছে চন্দননগরের আলোয় কত টাকার বরাত পেলেন বাংলার শিল্পীরা?

নিজস্ব প্রতিনিধি: চন্দননগরের আলোর নাম দেশ ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে গিয়েছে আগেই। জগদ্ধাত্রী পুজোয় সেই আলোকসজ্জাকে একবার চোখে দেখতে বহু দূর থেকে মানুষ ভিড় জমান গঙ্গা তীরের এই প্রাচীন শহরে। এবার কালীপুজোর আগেই অযোধ্যা আরও রঙিন হতে চলেছে। সৌজন্যে চন্দননগরের আলোকসজ্জা। শিল্পীদের দাবি, রামমন্দিরের সামনের বেশ কয়েক কিলোমিটার রাস্তাও সেজেছে বাংলার শিল্পীদের আলোয়। এবারও এই গুরুদায়িত্ব এসে পড়েছে চন্দননগরের আলোকশিল্পী মনোজ সাহার কাঁধে। শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে, নাওয়া খাওয়া ভুলে জোরকদমে চলছে আলোকসজ্জার কাজ। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ আলো পৌঁছে গিয়েছে অযোধ্যায়। শিল্পীরা বলছেন, রাতের আঁধারে অযোধ্যা চন্দননগরের আলোর মায়ায় ভাসবে।

শুধু অযোধ্যা নয়, সেখান থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে চিত্রকূটও চন্দননগরের আলোয় সাজিয়ে তোলা হচ্ছে বলেই শিল্পীদের দাবি। আলোকসজ্জার মাধ্যমে, শ্রীরাম তির-ধনুক নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তা যেমন তুলে ধরা হয়েছে, পাশাপাশি আলোর মাধ্যমে সীতা, লক্ষণ, বজরংবলীর মডেলও সাজানো হয়েছে। ২০২৪-এ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হবে অযোধ্যার রামমন্দিরের। সেই সময় আরও বেশি বরাত থাকবে চন্দননগরের রকমারি আলোর। তখনও চন্দননগরের আলোয় সাজবে রামমন্দির চত্বর। অন্তত, এ বিষয়ে আশাবাদী শিল্পীরা। এই দীপাবলিতে সাহা ইলেকট্রনিক্সের কাছে বরাত এসেছিল আলো তৈরি করার। অযোধ্যার রাস্তায় আলো দিয়ে সাজানোর পুরো কৃতিত্বটাই চন্দননগরের শিল্পীদের। অযোধ্যার নদীর ধার, রাস্তাঘাট, নির্মীয়মাণ মন্দিরের আশেপাশের জায়গা এমনকি চিত্রকূট এলাকাতেও লাগানো হয়েছে চন্দননগরের আলো। এ বিষয়ে সাহা ইলেকট্রনিক্সের কর্ণধার মনোজ সাহা বলেন, ‘‘এ বছর চন্দননগরের আলোয় অযোধ্যা- চিত্রকূট সাজানো হচ্ছে। দুর্গাপুজোর আগে থেকে অযোধ্যার জন্য কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল চন্দননগরে। ৬০ জন কারিগরকে আলো লাগানোর কাজে পাঠানো হয়েছে। মোট বরাত এসেছিল ৭০- ৮০ লাখ টাকার। সেই আলো দিয়েই সেজে উঠেছে রামমন্দির চত্বর, অযোধ্যার রাস্তাঘাট সব জায়গা। আশা করি, সবার এই আলো ভালো লাগবে। আমরা অন্তত তেমনই শুনছি।’’

গীবত থেকে কীভাবে বাঁচবে মুসলমান?

গীবতের একটি প্রকার আছে, অথচ অধিকাংশ মানুষ সেটাকে গীবতই মনে করে না। সেই গীবতটা হল, অমুকের চেয়ে অমুককে বেশি জ্ঞানী বলা। কেননা এই কথার দ্বারা যাকে কম জ্ঞানী মনে করা হয় তাকে হেয় করা হয়। আর এটা তো সবার জানা কথা যে, গীবত হল কারও পিছনে এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে।

—লিখছেন আবদুল্লাহ আল-মা'রূফ

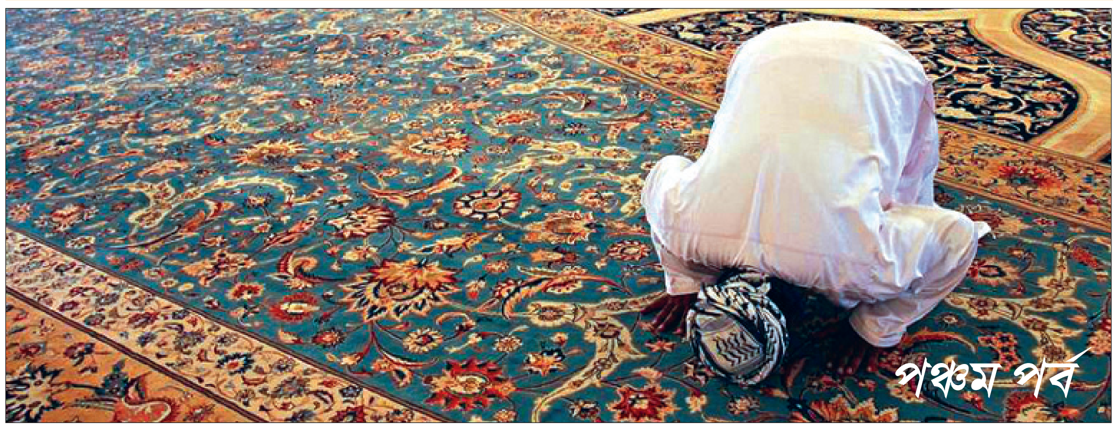

গীবত দুরারোগ্য ব্যাধির ন্যায়। গীবতের রোগ মারণব্যাধি ক্যান্সার অপেক্ষাও ভয়াবহ। ক্যান্সার মানুষের শরীর নিঃশেষ করে দেয়, আর গীবত কর্মফল ধ্বংস করে দেয়। দুনিয়াতে তাকে অপদস্থ করে এবং পরকালে সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে। অথচ আমরা নিত্যদিন গীবত করার মাধ্যমে আমাদের অতি আদরের দেহটাকে আগুনের খোরাক বানাচ্ছি। সুতরাং জীবদ্দশাতেই গীবত ও পরনিন্দা থেকে বাঁচার পথ খুঁজে নিতে হবে। এই নিবন্ধে আমরা গীবত থেকে পরিত্রাণ লাভের কতিপয় উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

গীবতের ব্যাপারে সালাফদের সতর্কতা অবগত হওয়া

নবি-রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীনের জীবন অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয়। তাঁরা গীবত থেকে কীভাবে সতর্ক থাকতেন এবং কী পদক্ষেপ নিতেন, সেগুলো অবহিত হলে গীবত থেকে বাঁচা যাবে। এখানে সালাফদের জীবনী থেকে কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা হল—

▶▶ আবুবকর রা. জিহবাকে খুবই ভয় পেতেন। একদিন ওমর রা. তাঁর কাছে আসলেন। এসে দেখেন আবুবকর রা. নিজের জিহবা ধরে টানাটানি করছেন। ওমর রা. বললেন, কী করছেন? থামুন! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! তখন আবুবকর রা. বললেন, এই জিহবাই আমাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করেছে।

▶▶ আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহহাব রহ. বলেন, "একবার আমি মানত করলাম যে, যদি কারও গীবত করি তাহলে একদিন করে সিয়াম রাখব। এভাবে আমি গীবত থেকে বাঁচার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমি গীবত করি আবার সিয়ামও রাখি। ফলে আমি নিয়ত করলাম, একবার গীবত করলে এক দিরহাম করে সাদকাহ করব। এবার আমি দিরহামের ভালোবাসায় গীবত পরিত্যাগ করতে সক্ষম হলাম।"

▶▶ ত্বাউক্ব ইবনে ওয়াহ্হাব বলেন, একবার আমি অসুস্থ অবস্থায় মহম্মদ ইবনে সীরীন রহ.-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, তুমি কি অসুস্থ? বললাম, হ্যাঁ! আমি তাঁর কাছে নিজের রোগের ব্যাপারে আরয করলাম। তিনি আমাকে বললেন, অমুক ডাক্তারের কাছে যাও এবং তার কাছে পরামর্শ নাও। একটু পরে আরেকজন ডাক্তারের কথা উল্লেখ করে বললেন, তুমি বরং অমুকের কাছে যাও। সে আগের জনের চেয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার। কথাটা শেষ হতেই বললেন, আস্তাগফিরুল্লাহ! আমি হয়তো প্রথম ডাক্তারের গীবত করে ফেললাম।' উল্লেখ্য যে, কাউকে সতর্ক করার জন্য কারও দোষ বর্ণনা করা জায়েয এবং ক্ষেত্র বিশেষে ওয়াজিব। সেকারণ কেউ যদি কোনও অনভিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়, তবে তাকে অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু ইবনু সীরীন রহ.-এর ঘটনার ক্ষেত্র হয়ত ভিন্নরকম ছিল। হয়ত উভয়ই ভালো ও সমমানের ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু প্রথম জনকে অনুত্তম বলে ফেলার কারণে এটাতেও তিনি গীবত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেছেন। মূলত ইবনু সীরীন এত শক্তভাবে গীবত পরিহার করার চেষ্টা করতেন যে, অনেক ক্ষেত্রে বৈধ গীবতকেও পরিহার করতেন। অন্যত্র তিনি বলেন, "গীবতের একটি প্রকার আছে, অথচ অধিকাংশ মানুষ সেটাকে গীবতই মনে করে না। সেই গীবতটা হল, অমুকের চেয়ে অমুককে বেশি জ্ঞানী বলা। কেননা এই কথার দ্বারা যাকে কম জ্ঞানী মনে করা হয় তাকে হেয় করা হয়। আর এটা তো সবার জানা কথা যে, গীবত হল কারও পিছনে এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে।"

▶▶ মাইমুন ইবনে সিয়াহ রহ. গীবতের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন। তিনি নিজে কারও গীবত করতেন না এবং তাঁর সামনে কাউকে গীবত করতেও দিতেন না। কাউকে গীবত করতে দেখলে তাকে ধমক দিতেন এবং নিষেধ করতেন। অন্যথা সেখান থেকে উঠে চলে যেতেন।

▶▶ ইমাম বুখারী রহ. বলেন, "যেদিন আমি জেনেছি, গীবতের মাধ্যমে গীবতকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তারপর থেকে কোনওদিন আমি কারও গীবত করিনি।" বকর ইবনে মুনীর রহ. বলেন, "আমি আবু আবদুল্লাহ বুখারীকে বলতে শুনেছি,আশা করি, আমি আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় হাজির হব যে, কারও গীবত করার ব্যাপারে আমি হিসাবের সম্মুখীন হব না।"

ইমাম বুখারীর এই কথা প্রসঙ্গে হাফেজ যাহাবী বলেন, "তিনি সত্যই বলেছেন। কারণ জারাহ ও তাদীলের ক্ষেত্রে কেউ যদি তাঁর শব্দচয়ন ও বাক্য বিন্যাসের দিকে গভীর দৃষ্টি দেয়, তাহলে তিনি খুব সহজেই ইমাম বুখারীর তাক্বওয়াপূর্ণ সামালোচনা-রীতি অনুধাবন করতে পারবেন। সেই সঙ্গে এটাও বুঝতে পারবেন যে, তিনি যাদের জঈফ বা দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য ন্যায়-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। একারণে অধিকাংশ সময় সমালোচনার ক্ষেত্রে বলেছেন, "মুনকিরুল হাদীস, সাকাতু আনহু, ফীহি নাযরুন' ইত্যাদি। খুব কম ক্ষেত্রেই তিনি কাউকে কায্যাব (মহা মিথ্যুক) অথবা হাদীস রচনাকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, আমি যখন কারও ক্ষেত্রে বলি, তার হাদিস বর্ণনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তখনই মূলত সে সবার কাছে অভিযুক্ত হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, তার পূর্বোক্ত বক্তব্য, আমি আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় হাজির হব যে, কারও গীবত করার ব্যাপারে আমি হিসাবের সম্মুখীন হব না, কথাটার সারমর্ম এটাই।'

বান্দার প্রার্থনাতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি

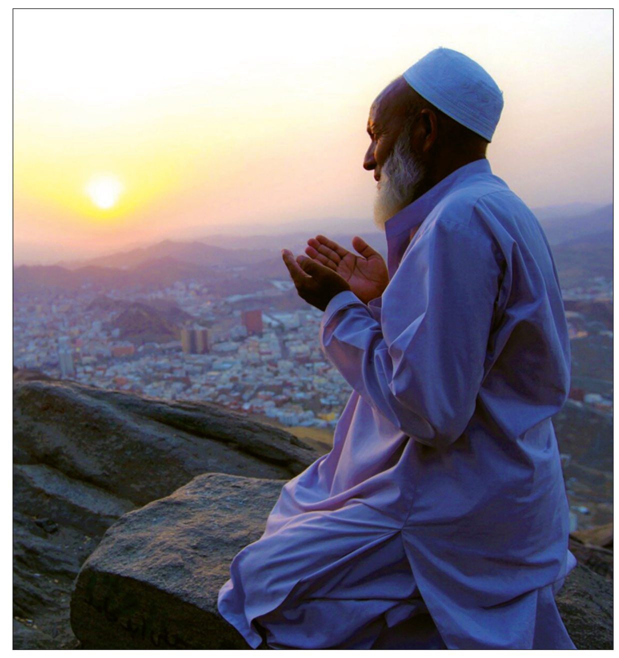

শরীফুল ইসলাম সজীব

আল্লাহ স্রষ্টা আর মানুষ হল সৃষ্টি। আল্লাহ সবসময় তাঁর সৃষ্টির প্রতি সদয় এবং প্রার্থনা কবুল করতে প্রস্তুত। মানুষ যেহেতু সৃষ্টি, সে নিজে স্রষ্টার মুখাপেক্ষী। তাই মানুষ কীভাবে অপর মানুষের সব চাওয়া পূরণ করতে পারে? উপরন্তু কেউ কারও কাছে চাইতে থাকলে সব থেকে উদার দাতাও একসময় বিরক্ত হয়ে যায়। আপনজন চাইলেও আমরা ত্যক্ত হয়ে উঠি। কিন্তু আমাদের রব এমন এক সত্তা, যিনি চান মানুষ তাঁর কাছে প্রার্থনা করুক। বেশি বেশি বলুক; আমার এটা দরকার, ওটা দরকার, সুখ দরকার, শিক্ষা দরকার, টাকা দরকার, এই দরকার, সেই দরকার। তিনি দিতে ভালোবাসেন। মজার বিষয় হল, না চাইলে তিনি রাগ করেন। তাঁর কাছে না চাওয়াটাকে তিনি অহংকার মনে করেন। আল্লাহ বলেন, "তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অহংকারবশে আমার ইবাদত থেকে বিরত থাকে, লাঞ্ছিত হয়ে এরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সূরা গাফির— ৬০)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরকারগণ বলেন, 'ইবাদত' এখানে 'দোয়া'র সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আর দোয়া মানে হল চাওয়া। সাধারণ চাওয়া আর দোয়া শব্দের 'চাওয়া'র মাঝে পার্থক্য আছে। দোয়া মানে নিজেকে কারও সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী মনে করে প্রার্থনার হাত প্রসারিত করা। বলা বাহুল্য, এটা কেবল আল্লাহর সামনেই করা যায়। আল্লাহর কাছে না চাইলে আল্লাহ এমনভাবেই রাগ করেন। যে রাগের বহিঃপ্রকাশ হল একেবারে জাহান্নাম, তাও আবার লাঞ্ছিত-অপদস্থ হয়ে। আরেকটা বিষয় হল, চাওয়াটা দুনিয়ার দৃষ্টিতে 'লজ্জা'র বিষয় হলেও আল্লাহর কাছে 'চাওয়া' ব্যাপারটা কিন্তু সম্মানজক। রসুল সা. বলেন, "দোয়া বা চাওয়া অপেক্ষা আল্লাহর কাছে সম্মানজনক কোনও বিষয় নেই।" (তিরমিজি—৩৩৭০)

এর থেকে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে? আল্লাহ আসলে আমাদের দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছেন!

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাই স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক থাকা জরুরি। জীবনের সুখ-দুঃখ ও একান্ত আলাপ সবই যেন মানুষ তাঁকে বলতে পারে। বান্দা আল্লাহর কাছে চাইলে তিনি খুশি হন। আল্লাহর রসুল সা. বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার প্রয়োজন আল্লাহর কাছে বলে না, আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হন।"

(তিরমিজি— ৩৩৭৩)

তাই দোয়া করলেই লাভ, প্রার্থিত জিনিস পেলেও লাভ, না পেলেও লাভ। রসুল সা. বলেন, "আল্লাহর কাছে কেউ যখন কিছু চায়, আল্লাহ তাকে তাই দেন, অথবা অনুরূপ খারাপ কিছু তার থেকে দূরে রাখেন।" (তিরমিজি)

আর দুনিয়াতে এর ফল না পেলেও বলা হয়েছে, "দোয়া একটি স্বতন্ত্র ইবাদত।"

(আবু দাউদ—১৪৭৯)

এর প্রেক্ষিতে বলা যায়, আমলনামায় ইবাদতের সওয়াব তো জমতে থাকবেই। সুতরাং লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। দ্বিতীয়ত অন্যান্য ইবাদতের জন্য একটা শর্ত লাগে। যেমন সালাতের জন্য অজু, জাকাতের জন্য মাল, হজের জন্য সামর্থ্য ইত্যাদি। কিন্তু দোয়া এমন একটা সাধারণ ইবাদত, যার জন্য কোনও পূর্বশর্ত নেই। পথচলায়, বিশ্রামে, কাজে, অবসরে সর্বাবস্থায় শুধু মুখে বা অন্তরে বিড়বিড় করে প্রয়োজন আওড়াতে থাকলেই ইবাদত হয়ে যায়, আল্লাহতায়ালাও খুশি হয়ে যান।

ইসলাম ধর্মে ঠকবাজি, প্রতারণা এবং ওজনে কম দেওয়ার শাস্তি

নূর মুহাম্মাদ নূর বদি

সব প্রশংসা মহান আল্লাহতায়ালার জন্য। অসংখ্য সালাত ও সালাম রসুল সা.-এর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবিদের ওপর। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরানে প্রতারণা ও প্রতারক, উভয়ের ব্যাপারে কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন এবং তাদের জন্য অবধারিত ধ্বংসের ঘোষণা করেছেন। এই সংক্রান্ত স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় পবিত্র কালামের এই আয়াতে— "ধ্বংস তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়। যারা মানুষের থেকে মেপে নেওয়ার কালে পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদের জন্য মাপে বা ওজন করে, তখন কম দেয়।" (সূরা মুতাফফিফিন— ১-৩)

▶▶ **অপরের জন্য কল্যাণ কামনা ও সততায় প্রতারণা**

অপরের জন্য কল্যাণ কামনায় প্রতারণার প্রক্রিয়া হচ্ছে, অপরের জন্য কিছু করতে গিয়ে ইখলাস ও বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য রাখা হয় না। তাতে দ্বীনি ও দুনিয়াবী বস্তুগত উদ্দেশ্য হাসিলের পাঁয়তারা করা হয়। মোমিনদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের অবশ্যম্ভাবী দাবি হচ্ছে মোমিন তার অপর মোমিন ভাইয়ের জন্য কিছু করতে গিয়ে নিজেকে পুরোপুরি উজাড় করে দেবে ও তাতে পুরোপুরি বিশুদ্ধ নিয়ত রাখবে। কারণ, মোমিনদের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা, আর মুনাফিকদের প্রবণতা হচ্ছে প্রতারণার প্রবণতা। মোমিন তার অপর মোমিন ভাইয়ের জন্য আয়নাস্বরূপ, যখন তার মাঝে কোনও ধরনের ত্রুটির সন্ধান পাবে, তাকে দূর করবে, শুদ্ধ করে তুলবে তাকে। কল্যাণ কামনা সম্পন্ন হবে মোমিনদের থেকে কষ্ট দূর করা, দ্বীনের ক্ষেত্রে যে ব্যাপারে তারা অজ্ঞ, যা তাদের জানা নেই, তা জানিয়ে দেওয়া এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা করা। তারা কল্যাণ সাধন করবে একে অপরের গোপন বিষয়গুলো গোপন রাখার মাধ্যমে, পারস্পরিক ক্ষতি কাটিয়ে, একজন অপরজনের উপকার সাধন করে। তারা একে অপরকে সৎকাজের আদেশ দেবে, অসৎকাজে বাধা প্রদান করবে। নমনীয়তা, ইখলাস, দয়ার্দ্র আচরণ, বড়কে সম্মান ও ছোটোর প্রতি স্নেহশীলতা, উত্তম উপদেশের মাধ্যমে পরস্পরের কল্যাণ সাধন; ইত্যাদি হবে তাদের চলার ঐকান্তিক পাথেয়। তারা নিজেদের জন্য যা ভালোবাসে, অপরের জন্যও সে কল্যাণ কামনা করবে। নিজেদের জন্য যা অপছন্দ করে, অপরের জন্য সে অকল্যাণ অপছন্দ করবে।

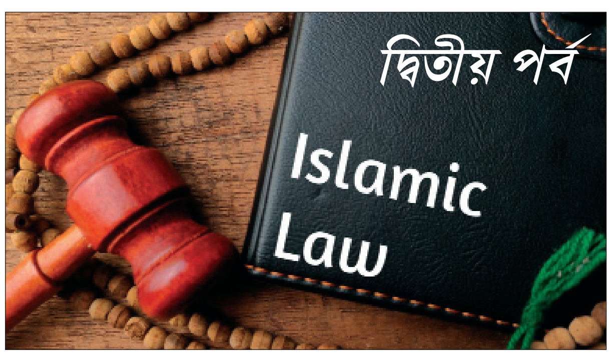

▶▶ **অধীনস্থদের ব্যাপারে প্রতারণা**

মা'কাল বিন য়াসার আল-মুযানী রা. হতে বর্ণিত, তিনি মৃত্যুশয্যায় বর্ণনা করেন, আমি রসুল সা. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছেন, "এমন কোনও বান্দা নেই, যাকে আল্লাহ অধীনস্থদের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং সে মৃত্যুবরণ করেছে অধীনস্থদের ব্যাপারে প্রতারক অবস্থায়, আল্লাহ অবশ্যই তার ওপরে জান্নাত হারাম করে দেবেন।" (বোখারি, মুসলিম)

বোখারির অপর বর্ণনায় এই শব্দে বর্ণিত হয়েছে যে, এমন কোনও মুসলমান নেই, যাকে আল্লাহ অধীনস্থদের দায়িত্ব দিয়েছেন অথচ সে তাদের তার কল্যাণ কামনা দ্বারা আগলে রাখেনি, সে কখনওই জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না।

সুতরাং এ হচ্ছে এক কঠিন ঘোষণা। এই ঘোষণার আওতাধীন প্রত্যেক ওই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ অধীনস্থদের দায়িত্ব প্রদান করেছেন। হোক সে ছোটো কিংবা বড়ো। পরিবারের সদস্য থেকে রাষ্ট্রপতি, সবাই এর আওতায় পড়বে। অতএব, প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে তার অধীনস্থদের প্রতি কল্যাণ কামনা করা, তাদের প্রতি সৎ থাকা, তাদের কল্যাণের পথে উপদেশ-নসিহত প্রদান করা এবং প্রতারণার আশ্রয় না নেওয়া। সুতরাং যে চাকরিজীবী, তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে চাকরি ক্ষেত্রে সততা প্রদর্শন করা। শরীয়ত মোতাবেক কোনও ধরনের প্রতারণা ও ধোঁকা ব্যতীত বৈধ উপায়ে তার দায়িত্ব পালন করে যাওয়া। সে মানুষের জন্য কাজ করবে ও তাদের উপকার সাধনে কোনও ধরনের কার্পণ্য করবে না। সে যেন সর্বদা এই ধারণা মনে বদ্ধমূল রাখে যে, তাকে একদিন অবশ্যই আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে, তার দায়-দায়িত্ব আল্লাহ বুঝে নেবেন। আল্লাহ তাকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন মুসলমানদের কল্যাণ ধারা চির বহমান রাখার উদ্দেশ্যে। প্রতারণার জন্য নয়। এমনিভাবে, পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সন্তান-সন্ততিকে কল্যাণের পথে ধাবিত করার ক্ষেত্রে সর্বদা প্রচেষ্টা চালাবে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও তরবিয়তে কোনও ধরনের ত্রুটি ও গাফলতি করবে না। বরং সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাবে, যাতে সে নিজেকে ও সন্তানদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারে, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, যার পাহারায় থাকবে কঠিন ও কঠোর ফেরেশতারা।

ইবনে কায়িম বলেন, কত ব্যক্তি আছে যে তার সন্তান ও কলিজার টুকরাকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভাগা করে তুলছে তার প্রতি অবহেলা ও তার শিক্ষা-দীক্ষা পরিত্যাগের মাধ্যমে। সে ক্রমাগত তাকে তার প্রবৃত্তির অনুসরণে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। সে ভাবছে যে তাকে সম্মান জানানো হচ্ছে, অথচ প্রকারান্তরে সে তাকে অসম্মান করছে। তার বদ্ধমূল ধারণা, সে তাকে করুণা করছে, অথচ সে তাকে জুলুম করছে। এভাবে সে তার সন্তানকে মানুষ করার সুযোগ হাতছাড়া করছে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে সুসভ্য করার, মহত্তম করার শুভ সময় হেলায় হারাচ্ছে।

দ্য ভয়েস অব লিটারেচার

বাংলা ভাষার দুরবস্থার জন্য বাঙালিরাই দায়ী

৫ নভেম্বর রবিবার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে 'অগ্নিদূত' সাহিত্য গ্রুপের এক মনোজ্ঞ সাহিত্যের অনুষ্ঠান হল। অনুষ্ঠানের সভাপতি বিশিষ্ট কবি ও রবীন্দ্র গবেষক ডাঃ সমীর শীল মহাশয় বলেন, "মাতৃভাষাকে বঁচিয়ে রাখার জন্য সাহিত্য চর্চার বিশেষ প্রয়োজন। প্রধান অতিথির ভাষণে বিশিষ্ট সাহিত্যিক শেখ হাসমত আলি বলেন, কবিতা হল কবির মনের কথা, ব্যাথা বেদনার কথা, যা মুখে প্রকাশ করতে পারেন না, কবিতার মধ্য দিয়ে তা পৌঁছে দেয় সাধারণ মানুষের কাছে। বিশেষ অতিথির ভাষণে ডাঃ রজত মোহন রায় বলেন, আমাদের সরকার খেলা আর মেলাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিছু করছেন না। সাহিত্যের স্বার্থে তিনি দুস্থ কবি ও লেখকদের এবং তার সঙ্গে কিছু লিটিল ম্যাগাজিনকে আার্থিক সাহায্যের আাবেদন রাখেন। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য সংসদের সম্পাদক ডাঃ রুহুল আমিন বলেন, বাংলা ভাষার দুরবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণ যেমন দায়ী তার থেকেও বেশি দায়ী বাঙালির অজ্ঞতা। অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক কবি ও সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। অগ্নিদূতের সম্পাদনায় 'আগুন পাখি ' কবিতা সংকলনটির আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচিত হয়। অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি অনামিকা সরকার, অরবিন্দ সরকার, আসগর আলি মণ্ডল, মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন বাগ, রাহুল পাত্র, জুলেখা নাসরিন, কবি শ্রী সুজন, তন্ময় হালদার, সুভাষচন্দ্র ঘোষ,সুমা আইচ হাজরা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে দুস্থ মানুষের জন্য একশত কম্বল বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেন ভোলানাথ হালদার। ইশা ঠাকুরের সঙ্গীত শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করে। একটি সুন্দর একাঙ্ক নাটক পরিবেশন করেন পদ্মা সরকার। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুনিপুণভাবে পরিচালনা করেন অগ্নিদূত সাহিত্য গ্রুপের সম্পাদক কবি ভোলানাথ হালদার।

কবিতা ও ছড়া

নই কেউ পর

আসগার আলি মণ্ডল

আঁকা-বাঁকা পথ আর ছোটো-ছোটো ঘর
মিলে মিশে আছি মোরা নই কেউ পর।

গাঁয়ের সকল ছেলে জুটি এক সাথে
স্কুলে যাই আর খাই এক পাতে।

হিংসা ও বিদ্বেষ নেই কারও মনে
শত্রুকে নিজ ভেবে খেলি তার সনে।

ভালোবাসা, ত্যাগ আর তিতিক্ষা দিয়ে
ঠিক পথে যেতে হবে ছোটোদের নিয়ে।

বড়োদের নীতি কথা মেনে যেন চলি
তারাই তো গুরুজন সদা যেন বলি।

ভালো রাখো পরিবেশ

শেখ সিরাজ

যে পরিবেশে করছো বাস
স্বচ্ছ রাখো তাকে
আবর্জনা, ময়লা যেন
কিচ্ছুটি না থাকে।

ঘরে ঘরে শৌচালয়
ব্যবহার করা চাই
তবেই স্বচ্ছ পরিবেশে
সুস্থ জীবন পাই।

যত্ন করে গাছ লাগালে
বিমল হাওয়া মেলে
পানীয় জল শুদ্ধ হলে
থাকবে হেসে খেলে।

পান করে যাও গভীর নলের
পরিশুদ্ধ জল
পেটটা ভালো থাকবে তাতে
পাবে শক্তি বল।

নজর

মদনমোহন সামন্ত

রবিবাংলা মেঘ-ছায়াতে
ঘেরাও হয়ে আছে,
অরুণকিরণ মুখ দেখালে
পৃষ্ঠ পোড়ে পাছে!
কিন্তু দুখের কথা শোনাই
বাতাস পুবের প্রায়,
বৃষ্টি হবে কিপটেমতন,
অলস তেতালায়!
লালসেনারা অনুপ্রবেশ
করছে সকাল থেকে,
দেখবে তারা পাখির চোখে
উপর আকাশ থেকে।
ছুটির দিনের অলস বেলায়
ঘরের ভিতর থেকে,
দুপুরভোজন করবে বাংলা
কি দিয়ে ভাত মেখে।

সৌরমণ্ডলের এক চাঁদে মিলল লবন ও জৈব যৌগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সৌরমণ্ডলের একটি চাঁদে মিলল লবণের অস্তিত্ব। কিন্তু শুধু লবণ নয়, সেইসঙ্গে মিলল জৈব যৌগের অস্তিত্বও। বিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কার মহাকাশ বিজ্ঞানের অনেক চেনা তথ্য বদলে দিতে পারে।সৌরমণ্ডলের মধ্যে থাকা গ্রহ ও উপগ্রহদের নিয়ে একের পর এক এমন সব তথ্য তাঁদের হাতে আসছে যা বিজ্ঞানীদের পূর্বতন দীর্ঘকালীন ধারনাকে ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে। এমনই একটি ঘটনা ঘটল সৌরমণ্ডলের একমাত্র এমন উপগ্রহ থেকে পাওয়া তথ্যে যে উপগ্রহের চৌম্বকীয় ক্ষেত্র রয়েছে। বৃহস্পতির সবচেয়ে বড় উপগ্রহ গ্যানিমিড-এর কথা বলা হচ্ছে এখানে। এই উপগ্রহটি এতটাই বড় যে বামন গ্রহ প্লুটোর চেয়েও তার আকার বেশি।

এই গ্যানিমিডের খুব কাছ দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় নাসার পাঠানো যান জুনো এমন কিছু তথ্য পাঠিয়েছে যা দেখে অবাক হয়েছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। এবার সেই গ্যানিমিডে লবণের অস্তিত্বের কথা জানতে পারলেন বিজ্ঞানীরা। তবে শুধু লবণ নয়, সেই সঙ্গে সেখানে জৈব যৌগের খোঁজও মিলেছে। যা আগামী দিনে বিজ্ঞানীদের গ্যানিমিডের মহাসমুদ্র ও সেখানে আদৌ কোনও প্রাণের অস্তিত্ব ছিল কি না তা খতিয়ে দেখতে সাহায্য করবে।

প্রসঙ্গত এই মুহূর্তে বৃহস্পতির চেয়েও বিজ্ঞানীরা তার বৃহত্তম উপগ্রহ গ্যানিমিড নিয়ে বেশি উৎসাহী। আর সেই অনুসন্ধিৎসা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে গ্যানিমিডের বরফে ঢাকা উপরিভাগের তলায় লুকিয়ে থাকা বিশাল মহাসমুদ্রের অন্তহীন জলরাশির খোঁজ।

২০৪০ সালের মধ্যে চাঁদে মহাকাশচারী পাঠাবে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০৪০ সালের মধ্যে চাঁদে মহাকাশচারী পাঠানোর চেষ্টা করবে ভারত। চন্দ্রযান-৩ অভিযানে সাফল্যের পর ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের তরফে আরও জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০৩৫ সালের মধ্যে স্পেস স্টেশন তৈরির নকশা বানাতেও নির্দেশ দিয়েছেন স্পেস ডিপার্টমেন্টকে। চন্দ্রযান-৩ অভিযানের পর মহাকাশ গবেষণায় যে সরকার জোরালো উদ্যোগ নিতে চাইছে, সার্বিকভাবে এটা স্পষ্ট এই ঘোষণায়। পরে ইসরোর তরফেও ট্যুইট করে জানানো হয় বিষয়টি।

চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান-৩-এর সফল অবতরণের পর গোটা বিশ্বের প্রশংসা কুড়িয়েছিল ইসরো। দুরন্ত ওই অভিযানের ঠিক আগেই রাশিয়ার একটি অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায়। একসময়ে মহাকাশ গবেষণার অন্যতম পথিকৃৎ রাশিয়ার এই ব্যর্থতার পাশে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার এই সাফল্য গোটা দুনিয়ার নজর কাড়ে। এতেই শেষ নয়। এর পর সূর্যের উদ্দেশে অভিযান শুরু করে ইসরো। পাশাপাশি নভোচরদের নিয়ে মহাকাশ অভিযানের পরীক্ষামূলক অংশ হিসেবে তাদের একটি টেস্টও করার কথা চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে। তার মধ্যে সরকারের এই বিবৃতি। তাতে লেখা, 'প্রধানমন্ত্রী আরও নতুন এবং কঠিনতর লক্ষ্য জয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। ২০৩৫ সালের মধ্যে ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশন তৈরি এবং ২০৪০ সালের মধ্যে প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারীকে দেশের উদ্যোগে চাঁদে পাঠানোর কথাও বলেছেন তিনি।' এই লক্ষ্য পূরণ করতে স্পেস ডিপার্টমেন্ট চাঁদের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করার জন্য একটি নীল-নকশা তৈরি করবে, আরও সংযোজন রয়েছে ওই বিবৃতিতে। তবে শুধু চাঁদ নয়, মঙ্গল এবং শুক্রগ্রহেও অভিযানের জন্যও বিজ্ঞানীদের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

ইসরোর তালিকায় এখনও আরও অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে গগনযান ১, গগনযান ২, গগনযান ৩, শুক্রযান ১, মঙ্গলযান ২, লুনার পোলার এক্সপ্লোরেশন মিশন বা লুপেক্স ইত্যাদির মতো দুরন্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চলেছে ইসরো। এর মধ্যে মহাকাশে নভোচর পাঠানোর নিরিখে ইসরোর প্রথম অভিযান গগনযান। এর মধ্যে গগনযান ১ প্রথম পরীক্ষামূলক সফর। তিন জন মহাকাশচারী নিয়ে যেতে পারে এমন একটি মহাকাশযান পাঠানো হবে এই ধাপে। তবে এই ধাপে কোনও নভোচর থাকবেন না।

গগনযান২-এর ক্ষেত্রে মহাকাশযানে করে রোবট 'ব্যোমিত্র'-কে পাঠানো হবে। প্রথম মহাকাশচারী পাঠানোর আগে স্পেসক্রাফটের খুঁটিনাটি বুঝে নেওয়াই লক্ষ্য এর। গগনযান-৩-এ থাকবে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে সম্ভাব্য নভোচরদের বেছে নেওয়া হবে। সব ঠিকঠাক চললে এঁদের মধ্যে থেকে যাঁরা চূড়ান্ত নির্বাচিত হবেন তাঁদেরই মহাকাশে পাঠানো হবে।

মহাকাশে ঠিক যেন একটি হাত, হাড় পর্যন্ত গোনা যাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহাকাশের অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে একটি হাত। নাসার বিজ্ঞানীরা তা দেখে বিস্মিত। মহাকাশ যে এখনও এক অজানা রহস্যের নাম, তা জানাল ওই হাতের ছবি। প্রায় দিনই বিজ্ঞান মহাকাশের অনেক অজানা তথ্যকে জেনে ফেলছে। কিন্তু মহাকাশ এমন জায়গা যেখানকার সব রহস্যের হয়তো কোনওদিনই কিনারা হবে না। এমনকী সব রহস্য জানাও অধরা থেকে যাবে মানুষের কাছে। সে মানুষ যতই উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করুক না কেন।

যেমন মহাকাশে নাসার দু'টি টেলিস্কোপ এমন এক হাতের সন্ধান পেল যা দেখে কার্যত বিজ্ঞানীরাও চোখ সরাতে পারেননি। এই টেলিস্কোপ এক নীল হাতের সন্ধান পেয়েছে। যে হাতের হাড় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। নাসা জানাচ্ছে, ১ হাজার ৫০০ বছর আগে পরমাণু শক্তিতে উজ্জ্বল এক নক্ষত্রের পারমাণবিক জ্বালানি শেষ হয়ে যায়। ফলে ভেঙে তছনছ হয়ে যায় নক্ষত্রটি। যা এক অতি ঘনত্ব থাকা বস্তুর জন্ম দেয়। যাকে বলা হচ্ছে নিউট্রন স্টার। যা পৃথিবী থেকে ১৬ হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। নাসার চন্দ্র এক্স-রে অবজারভেটরি ২০০১ সালেই

এই হাতের মতো দেখতে ঘন নিউট্রনের দেখা পায়। এতদিন পর এবার নাসার আইক্সপিই এক্স-রে টেলিস্কোপ সেই সেই হাতের মধ্যে হাড়ের মতো দেখতে কিছুর সন্ধান দিল। নাসা জানাচ্ছে, ১ হাজার ৫০০ বছর আগে পরমাণু শক্তিতে উজ্জ্বল এক নক্ষত্রের পারমাণবিক জ্বালানি শেষ হয়ে যায়। ফলে ভেঙে তছনছ হয়ে যায় নক্ষত্রটি। যা এক অতি ঘনত্ব থাকা বস্তুর জন্ম দেয়। যাকে বলা হচ্ছে নিউট্রন স্টার। যা পৃথিবী থেকে ১৬ হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত।

যা দেখে মনে হচ্ছে কোনও মানুষের হাতের এক্স-রে করা হয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে ত্বক ও মাংসের পিছনে থাকা হাড়গুলিকে। এমন আজব দৃশ্য বিজ্ঞানীদের মুগ্ধ করেছে।

বৃহস্পতি গ্রহেও প্রাণের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পৃথিবীর যেমন একটি উপগ্রহ রয়েছে চাঁদ, সৌরমণ্ডলের সবথেকে বড় গ্রহ বৃহস্পতির কিন্তু কেবল একটা উপগ্রহ নেই। বৃহস্পতির সেই একাধিক উপগ্রহের একটি হল ইউরোপা। এই ইউরোপা চিরদিনই বিজ্ঞানীদের মনে একটা প্রশ্ন রেখে দিয়েছিল। ইউরোপা বৃহস্পতির এমন এক উপগ্রহ যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব থাকাটা অস্বাভাবিক নয় বলেই মনে করে এসেছেন বিজ্ঞানীরা।

ইউরোপার উপরিস্তর পুরোটাই বরফে ঢাকা। সেই বরফের নীচে একটি জলের ভাণ্ডার লুকিয়ে আছে বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের ধারনা এই বরফের চাদরের তলায় রয়েছে জলের এক সমুদ্র। যার তলদেশে রয়েছে পাথুরে জমি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এটা পরিস্কার হয়ে উঠতে পারেননি যে

সেই সমুদ্রের জলে প্রাণ সৃষ্টির উপাদান মজুত রয়েছে কি না। বিশেষ করে কার্বন কণা। এবার অতি শক্তিশালী টেলিস্কোপ জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ এক বিরল খোঁজ দিল ইউরোপা সম্বন্ধে। জেমস ওয়েবের পাঠানো তথ্য জানাচ্ছে ইউরোপার একটি অংশ, যা 'টারা রেজিও' নামে পরিচিত, সেখানে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড রয়েছে।

এই খোঁজ অবশ্যই কার্বন আছে কি না সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছে। ইউরোপায় যদি সত্যিই কার্বনের যথেষ্ট উপস্থিতি পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু সেখানে প্রাণের অস্তিত্বের ভাবনা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

মঙ্গলগ্রহে আগে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল বলে ধারণা ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে সেখান থেকে সংগ্রহ করা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। এবার বৃহস্পতির একটি চাঁদ ইউরোপাতেই সেই সম্ভাবনার আলো দেখা শুরু করে দিলেন বিজ্ঞানীরা।

আকাশ-রহস্য, এক ঘণ্টার মধ্যে গায়েব তিনটে তারা !

নিজস্ব প্রতিনিধি: পালোমার অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল রিসার্চের বিজ্ঞানীরা আকাশের ছবি তুলছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল গ্রহাণু এবং অন্যান্য মহাকাশীয় বস্তু সম্পর্কে তথ্য পাওয়া। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন কোণ থেকে ছবি তুলছিলেন, হঠাৎ কিছু একটা ঘটল, যা তাঁদের অবাক করে দিল। হঠাৎ করেই হারিয়ে গেল তিনটি তারা।

এই ছিল এই নেই! এক ঘণ্টার মধ্যে আকাশ থেকে গায়েব তিন তিনটে তারা, কী রহস্য এর পিছনে?

নক্ষত্রে ভরা আকাশে কখন কোন নক্ষত্রে গায়েব হয়ে যায়, তা সাধারণ মানুষ টের না পেলেও, সেই খবর থাকে মহাকাশ বিজ্ঞানীদের কাছে। এমনকী তার পিছনের কারণ জানার জন্যও রাতের ঘুম ওড়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের। এবার এমনই একটি রহস্যজনক ঘটনা ঘটল তারার সমাবেশ বা নক্ষত্রপুঞ্জে। হঠাৎ উধাও হল তিনটি তারা। না, মেঘে ঢেকে নেই। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা টেলিস্কোপ দিয়ে বেশ কয়েকদিন লক্ষ্য করেও খুঁজে পেলেন না তিনটি তারাকে। কিন্তু কেন এমন হল? এর পিছনের কারণ কী? কোন রহস্য লুকিয়ে আছে? প্রায় ৭১ বছর আগে, ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে, পালোমার অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল রিসার্চের বিজ্ঞানীরা আকাশের ছবি তুলছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল গ্রহাণু এবং অন্যান্য মহাকাশীয়

বস্তু সম্পর্কে তথ্য পাওয়া। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন কোণ থেকে ছবি তুলছিলেন, হঠাৎ কিছু একটা ঘটল, যা তাঁদের অবাক করে দিল। হঠাৎ করেই হারিয়ে গেল তিনটি তারা।

১৯৫২ সালের জুলাই মাস। সেই রাতে প্রায় ৮টা ৫২ নাগাদ ফটোগ্রাফিক প্লেটে তিনটি তারার উপস্থিতি রেকর্ড করা হয়েছিল। এই তিনটি তারা একে অপরের অনেক কাছাকাছি ছিল। এমনকি উজ্জ্বলতাও অন্য সব তারাদের থেকে বেশ খানিকটা বেশি। কিন্তু মাত্র ৫৩ মিনিট পর অর্থাৎ রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে যখন আকাশের সেই জায়গার ছবি তোলা হয়, তখন সব একই থাকলেও থাকে না ওই তিনটি তারা। চারিদিক খুঁজে বেরানো হল তাদের। টেলিস্কোপ দিয়ে এদিক থেকে ওদিক। কিন্তু না, তারা নিখোঁজই রয়ে গেল।

হতে পারে তিনটি তারা সেখানেই আছে। শুধু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হতে পারে টেলিস্কোপে ধরা দিচ্ছে না তারা। আবার এমনও হতে পারে, তারাগুলির উজ্জ্বলতা এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে টেলিস্কোপের ক্যামেরাগুলি তাদের ক্যাপচার করতে পারেনি। চলতি সপ্তাহে, একটি নতুন গবেষকের দল ৭০ বছর আগের এই তারার নিখোঁজ হওয়া নিয়ে কিছু ব্যাখ্য দিয়েছেন। যদিও এই কারণ স্পষ্ট নয়। অদৃশ্য হওয়ার পিছনে এখনও যথার্থ কোনও কারণ পাওয়া যায়নি। ফলে এই ঘটনা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে বিস্ময়ের চেয়ে কম কিছু না।

দ্য ভয়েস অব স্পোর্টস

জাপানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতে এই মুহূর্তে ক্রীড়াজগতের সমস্ত উন্মাদনা, উত্তেজনা চলতি ওডিআই বিশ্বকাপকে ঘিরেই। বিশ্বকাপের ভরা বাজারেই কিন্তু হকিতে বলা ভালো মহিলা হকিতে বড়সড় সাফল্য পেল ভারতীয় দল। জাপানকে হারিয়ে মহিলাদের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির খেতাব জয় নিশ্চিত করেছে ভারতের মহিলা দল। এদিন রাঁচিতে টুর্নামেন্টের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। ম্যাচে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আধিপত্য রেখেই খেতাব জিতেছে ভারত। ফাইনালে তারা জাপান দলকে হারিয়ে দিয়েছে ৪-০ গোলে।

প্রসঙ্গত গতবারের চ্যাম্পিয়ন দল জাপান। ফলে গতবারের চ্যাম্পিয়ন দলের বিরুদ্ধে অনবদ্য পারফরম্যান্স করেই শিরোপা জয় নিশ্চিত করেছেন ভারতীয় মহিলা হকি দল। এ দিন ম্যাচের প্রথম কোয়ার্টার ছিল গোলশূন্য। দ্বিতীয় কোয়ার্টার শুরুর পরপরেই লিড নেয় ভারতীয় দল। ম্যাচের ১৭ তম মিনিটে গোল করে ভারতীয় দলকে এগিয়ে দেন স্থানীয় খেলোয়াড় সঙ্গীতা কুমারি। এ দিন স্টেডিয়ামে দর্শকদের প্রবেশাধিকার ছিল অবাধ। বিকেল চারটের সময়ে স্টেডিয়ামের গেট খুলে দেওয়া হয় দর্শকদের জন্য। ভারত প্রথমেই এগিয়ে যাওয়াতে গোটা স্টেডিয়ামকে বাঁধ ভাঙা উচ্ছাসে ভাসতে দেখা যায়।

ভারতকে তাদের দ্বিতীয় গোল পেতে অপেক্ষা করতে হয় চতুর্থ কোয়ার্টার পর্যন্ত। তবে এই কোয়ার্টারে মুহুর্মুহু আক্রমণে জাপানের ডিফেন্সকে ভেঙে খানখান করে দেন সঙ্গীতারা। ম্যাচে ৪৬ তম মিনিটে ভারতের হয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন নেহা গোয়েল। ৫৭ তম মিনিটে লালরেমসিয়ামি ভারতের হয়ে তৃতীয় গোলটি করে ম্যাচে ভারতের অবস্থানকে দৃঢ় করেন তিনি। ৬০ তম মিনিটে ভারতের হয়ে চতুর্থ গোল করে জাপানের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেন বন্দনা কাটারিয়া। ভারতীয় মহিলা হকি দলের এটি দ্বিতীয় এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির খেতাব জয়। এর আগে তারা ২০১৬ সালে এই খেতাব জিতেছিল।

কেরিয়ারের সেরা গোল রোনাল্ডোর বিরুদ্ধে

ব্যালন ডি'অর জিতে বললেন মেসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি ব্যালন ডি'অর জিতেছেন আর্জেন্টাইন তারকা তথা বর্তমান ইন্টার মায়ামিক অধিনায়ক লিও মেসি। যদিও তাঁর এই পুরস্কার জেতা নিয়ে অনেক মহলেই প্রশ্ন উঠেছে। তবে আর্জেন্টিনার অধিনায়কের ফের ফুটবল বিশ্বকে লম্বা সময় ধরে অসংখ্য সুন্দর মুহূর্ত উপহার দেওয়ার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয় তাঁকে। তাঁর ভক্তদের তিনি এক দশকের উপর আনন্দ দিয়ে যাচ্ছেন দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে গোল করার মাধ্যমে। আজকের দিনেও তাঁর ভক্তরা বলে উঠতে পারে না তাঁর সেরা গোল কোনটি। তবে মেসি নিজেই জানিয়ে দিলেন তাঁর মতে তাঁর সেরা গোল কোনটি। ৩৮ বছরের আর্জেন্তিনার তারকা বার্সিলোনার হয়ে ২০১১ সালের সেমিফাইনালে করা গোলটিকে নিজের সেরা গোল বলে দাবি করেছেন।

ব্যালন ডি'অর অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মেসি। এরপরই তাঁকে জিজ্ঞেস করা

হয় তাঁর মতে তাঁর সেরা গোল কোনটি। জবাবে মেসি জানান, ''দেখুন গুরুত্বপূর্ণ খেলায় গোল করাই বড় ব্যাপার, সে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল হোক কি বিশ্বকাপ ফাইনাল। সেরা গোল নিয়ে আমি ভাবি না। আমার মনেও নেই এই বিষয়ে তেমন কিছু। তবে আমার মতে বার্সিলোনার হয়ে রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে ২০১১ সালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালে করা গোলটি আমার সেরা গোল।'

প্রসঙ্গত, বার্সিলোনার জার্সিতে মেসি ৪৭টি ম্যাচ খেলেন রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে এবং গোল করেন ২০টিতে। স্যান্টিয়াগো বার্নাবিউতে ২০১১ সালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেই সেমিফাইনাল ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদ ২-০ গোলে হারে বার্সেলোনার কাছে। সেই সেমিফাইনালে করা গোলটি নিজের কেরিয়ারের সেরা বলছেন আর্জেন্তার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক।

উল্লেখ্য, ৩০শে অক্টোবর লিও মেসিকে ব্যালন ডি'অর ২০২৩ পুরস্কার দেওয়া হয়। এই নিয়ে তিনি অষ্টমবার পুরস্কারটি জেতেন। এদিন তিনি নিজের সতীর্থদের ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি সেই সমস্ত মানুষকে ধন্যবাদ জানান যারা তাঁকে লাগাতার সমর্থন করে গেছে। এছাড়াও তিনি এই পুরস্কারটি প্রয়াত ও আর্জেন্টাইন তারকা, দিয়েগো মারাদোনাকে উৎসর্গ করেন এবং নিজের ফুটবল কেরিয়ার নিয়ে বড় মন্তব্য করেন। স্পষ্ট জানিয়ে দেন অবসর সম্বন্ধে তিনি এখনও কিছু ভাবেননি তবে সামনে বড় প্রতিযোগিতা রয়েছে এবং তিনি সেটার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন।

আইলিগেও ছুটতে শুরু করেছে সাদা-কালো ব্রিগেড

নিজস্ব প্রতিনিধি: চলতি মরশুমের আই লিগের শুরুটা খুব ভালোভাবেই করেছিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। প্রথম ম্যাচেই আইজল এফসির বিরুদ্ধে জয় তুলে নিয়েছিল তারা। তবে প্রথম ম্যাচে জয় পেলেও দ্বিতীয় ম্যাচে আটকে গেল সাদা-কালো ব্রিগেড। শিলং লাজংয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে শুক্রবার প্রথমেই পিছিয়ে পড়ে মহমেডান স্পোর্টিং। তবে পরবর্তীতে কামব্যাক করে ম্যাচ ড্র করেই মাঠ ছেড়েছে তারা। তবে তৃতীয় ম্যাচে ফের জয়ের সরণিতে ফিরল মহামডোন। ট্রাউকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিল তারা।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন পর আই লিগে কামব্যাক করল উত্তর পূর্ব ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় ক্লাব শিলং লাজং। এর আগে ২০১৩-১৪ মরশুমে দু'বার একে অন্যের মুখোমুখি হয়েছিল এই দুই দল। সেবার দু'বারের সাক্ষাতেই হারের সম্মুখীন হতে হয় মহমেডান দলকে। হারের লজ্জাকে সঙ্গী করে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল মহমেডানকে। ফলে এদিন তাদের বিরুদ্ধে নামার আগে সাদা-কালো কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ বেশ সাবধানী ছিলেন। তবে তাতে লাভ হয়নি কিছুই। উল্টে ম্যাচে একটা সময়ে পিছিয়ে গেছিল মহমেডান।

এদিন ম্যাচেও শেষ পর্যন্ত জয় অধরাই থেকে গিয়েছিল সাদা-কালো

তৃতীয় ম্যাচে স্বস্তির জয়

শিবিরের। কলকাতা লিগ জিতে বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিল মহমেডান দল। সেই আত্মবিশ্বাস দেখা গিয়েছিল আই লিগের প্রথম ম্যাচে আইজল এফসির বিরুদ্ধে। তবে দ্বিতীয় ম্যাচেই যেন সেই আত্মবিশ্বাস কোথাও হারিয়ে গেল তাদের। প্রথম ম্যাচে বিপক্ষের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জিতলেও দ্বিতীয় ম্যাচটা সুখের হল না তাদের। শুক্রবার শিলং লাজংয়ের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করে মাঠ ছাড়ল সাদা-কালো ব্রিগেড। তবে এই ড্র-এর পর ফের চাঙ্গা মহামেডান ট্রাউকে উড়িয়ে জয়ের সরণিতে ফিরল মঙ্গলবার।

শুক্রবার আলোকোজ্জ্বল নৈহাটি স্টেডিয়ামে তাকুতো মিকির গোলে এগিয়ে যায় শিলং। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে দলকে এগিয়ে দেন ৯ নম্বর জার্সিধারী স্ট্রাইকার। লিড পেলেও শিলং সেই লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি। বিরতিতে তারা গিয়েছিল ১-০ ফলে এগিয়েই। আর বিরতির পরে ৫৩ মিনিটে মহামেডানের হয়ে সমতা ফেরান চলতি মরশুমে দুরন্ত ছন্দে থাকা ২১ বছর বয়সী তরুণ তুর্কি ডেভিড লাললানসাঙ্গা। ম্যাচ ১-১ অবস্থায় আসে। এরপর আর কোনও দল গোলের মুখ খুলতে পারেননি। একাধিক আক্রমণ করলেও গোলের দেখা পায়নি কোন দল। ফলে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ শেষ হয় ১-১ গোলে। আর ট্রাউ ম্যাচে গোলের বন্যা বইয়ে দেন সাদা-কালো ব্রিগেডের ফুটবলাররা।

দিমিত্রভকে উড়িয়ে সপ্তম প্যারিস মাস্টার্স জকোভিচের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা নোভাক জোকোভিচ রবিবার সপ্তমবার প্যারিস মাস্টার্স শিরোপা জিতলেন। বুলগেরিয়ান টেনিস তারকা গ্রিগর দিমিত্রোভকে ৬-৪, ৬-৩ সেটে পরাজিত করেন জকো। ৩৬ বছর বয়সী এই সার্বিয়ান টেনিস তারকা প্রথম সেটে ৪-৩ লিডে এগিয়ে যান এবং তিনি ৫১ মিনিটের মধ্যেই এই ম্যাচ শেষ করে দেন। এর সঙ্গে তিনি চলে গেলেন এটিপি ফাইনালে। এই জয় অত্যন্ত খুশি সার্বিয়ান তারকা। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, পরপর তিনটি ম্যাচ কঠিন লড়াইয়ে জেতার পর স্বাচ্ছন্দ্যেই জিতে নেন ফাইনাল ম্যাচ। তবে এটি একটি টানটান উত্তেজনা ভরা ম্যাচ ছিল, এমনকী স্কোর লাইনে যা দেখিয়েছে তার থেকেও বেশি।

জকোভিচ জানান, ''দেখুন সত্যি বলতে গেলে এই জয়ে আমি অত্যন্ত খুশি। খুব খারাপ যাচ্ছিল আমার কাছে এই সপ্তাহটা। এই সহজ জয় আমার আত্মবিশ্বাস আমাকে ফিরিয়ে দিল। দেখুন কোন খেলোয়াড় যদি পরপর তিনদিন তিনটি ম্যাচ লাগাতার কষ্ট করে জেতে তাঁর আত্মবিশ্বাস এমনিতেই কম থাকে। বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার পরপর তিন দিনই আমি হারার মুখ থেকে জিতে ছিলাম। কোনওভাবে সেই ম্যাচগুলো আমি জিতি। বুঝে উঠতে

পারছিলাম না কোথায় ভুল হচ্ছে এবং কি করব। তবে আজকের নিখুঁত জয় আমাকে আবার ট্র্যাকে নিয়ে আসল।''

ম্যাচ ও স্কোরলাইন সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ''আমার মনে হয় আজ প্রথম থেকেই আমরা দু'জনে খুব চাপের খেলা খেলেছি। এমনকী আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম ও একটু একটু করে দমও হারিয়ে ফেলছিল। যদিও এটা ওর ক্ষেত্রে শুধু নয়, আমার সাথেও হচ্ছিল। কিন্তু আমি কোনও ভাবে নেট পার করার মতো এক্সট্রা শট খুঁজে পাই। আমার মনে হয় স্কোরলাইন যা বলছে, সেটা ঠিক না। ম্যাচটা অত্যন্ত ক্লোজ এনকাউন্টার ছিল। তবে যাই হোক এই জয় আশায় আমি খুশি। আরও একটা বড় জয় পেলাম আমি। তবে হ্যাঁ, এই সপ্তাহটা যেরকম যাচ্ছিল আমার জন্য, সেই অনুযায়ী দেখতে গেলে এই জয়টি সহজ জয় এবং আমি গর্বিত এতে।''

উল্লেখ্য, এদিন প্রথম থেকেই খেলার নিয়ন্ত্রণ থাকে নোভাক জোকোভিচের হাতে। প্রথম থেকেই আগ্রাসী খেলা খেলছিলেন তিনি। জোকোভিচের প্রথম সার্ভ দুর্দান্ত ছিল এবং একটিও ব্রেক পয়েন্টের মুখোমুখি হতে হয়নি তাকে। বিপক্ষকে কার্যত চাপে ফেলে দেন তিনি। স্বাভাবিক ভাবেই এই জয় অনেকটাই স্বস্তি দিল টেনিস তারকাকে।

A COMPLETE CARE MULTI-SPECIALITY HOSPITAL THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

PATAKA
100th Birthday OF OUR FOUNDER

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY : GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf of 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail.com

Vol: 8 Issue:51, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111